ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 April, 2024 ■ আগরতলা ২১ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ৮ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-তিন

করমছড়ায় নির্বাচনী জনসভায়

বাম-কংগ্রেসের অশুভ জোট থেকে জনগনকে সাবধান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। জাতি-জনজাতি সকল অংশের জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের অপর নাম নরেন্দ্র মোদী।

আজ করমছড়ায় পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। তাঁর দাবি, জাতপাতের রাজনীতি করে ২৫ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। জনগণকে ভয় দেখানোর রাজনীতি করত তারা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশে চারটি জাত আছে- মহিলা, গরিব, যুব এবং কৃষক। এই চার জাতের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব, মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায়

বলেন। তিনি বলেন , লোকসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।কারণ, আগামীদিনে নতুন দেশ নির্মাণে রূপরেখা তৈরী করা হবে। বিগত দিনে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হত। কিন্তু ২০১৪ সালের পর হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হয়নি, বলে দাবি তাঁর।

তাঁর কটাক্ষ, কেরলে সিপিএম ও কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আর ত্রিপুরার সিপিএম ও কংগ্রেসের অশুভ জোট হয়েছে।সিপিমের আমলে বহু কংগ্রেসকর্মীদের খুন হয়েছে। এখনো সেই রক্তে মাখা হাত শুকায়নি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ সেই কংগ্রেস ও সিপিএম নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে জোট হয়েছে। তাই জনগণকে তিনি এই অশুভ শক্তি থেকে বাঁচার জন্য সাবধান করেছেন।

রাজ্যজুড়ে পালিত গড়িয়া পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। উপজাতিদের প্রধান উৎসব গড়িয়া পূজা। রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বাবা গড়িয়ার পুজো হয়েছে।রাজ্যের উপজাতিদের প্রধান উৎসব গরিয়া পূজা কে কেন্দ্র করে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ বাবা গড়িয়া পূজা যথাযোগ্য মর্যাদায় করেছেন। গড়িয়া পূজা কে কেন্দ্র করে গত প্রায় এক মাস ধরে উপজাতি মানুষের মধ্যে নানারকম প্রস্তুতি চলছিল। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের ৭ তারিখ বাবা গড়িয়া পূজা হয়।

গড়িয়া পূজা উপলক্ষ্যে সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাবা গড়িয়ার পূজাক কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় যেসব স্থানে উপজাতি বংশের মানুষের বসবাস সেখানেও বাবা গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। আগরতলা প্রেস ক্লাব গত কয়েকদিনে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরিতোষ বিশ্বাস এবং সদস্য কণাদ মোদককে সম্প্রতি হারিয়েছি।তাঁদের স্মৃতি চারন ও শ্রদ্ধা জানাতে আজ ২১ শে এপ্রিল ২০২৪ (রবিবার) সন্ধ্যা পাঁচটায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের হলঘরে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রয়াত সদস্য পরিতোষ বিশ্বাস এবং কণাদ মোদকের স্মৃতির উদ্যেশে আয়োজিত এই শোকসভায় সকল সদস্য, সদস্যা, সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীদের উপস্থিত থাকতে একান্তভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে।

একই এলাকায় তিন বধূ নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। একই এলাকা থেকে তিনজন গৃহবধূ নিখোঁজ। ওই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য কুমারঘাট মহকুমায়। পর্বতী সময়ে তিন গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা কুমারঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন।

জানা গিয়েছে, কুমারঘাট থানাধীন দেও ভেলি এডিসি ভিলেজের এক নং ওয়ার্ডের কাছারি ছড়া গ্রামে অমিত চাকমার স্ত্রী অঞ্জনা চাকমা দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে নিখোঁজ হয়ে যায়। দ্বিতীয়জন সঞ্জীত চাকমার স্ত্রী কলা দেবী চাকমা এক মেয়ে ও এক ছেলে রেখে চম্পট দেয়। তৃতীয়জন জ্যোতির্ময় চাকমার স্ত্রী জয়া দেবী চাকমা দুই মেয়ে বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্ট নেতাদের দম্ভ ও অহংকারের জন্য রাজ্য রসাতলে গিয়েছিল ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। ত্রিপুরায় কমিউনিস্টের নেতাদের দম্ভ ও অহংকারের জন্যই রাজ্য রসাতলে গিয়েছিল। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মধ্যে সেই দম্ভ ও অহংকার আগের মতোই রয়েছে। তাই পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনেও বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে কমিউস্টদের চিরতরে বিদায় জানানো হোক। এই আবেদন জানিয়ে আজ বাগবাসায় পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় সিপিএম ও মানিক সরকারকে এক হাত নিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর আক্ষেপ, কমিউনিস্ট নেতা কর্মীদের মধ্যে আবেগ থাকে না।

তাই ২৫ বছরের শাসনকালে তাঁরা কখনো ত্রিপুরাবাসীর আবেগ বুঝতে পারেন নি। তাছাড়া, তাঁরা ক্ষমতায় থাকাকালীন ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নে কোনো কাজ করেন নি। কারণ, তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া কিছুই ভাবেন নি, উষ্মা প্রকাশ বিপ্লবের। বিপ্লবের দাবি , কমিউনিস্টের নেতা কর্মীরা বরাবরই দম্ভ ও অহংকারে ভরপুর। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মধ্যে সেই দম্ভ ও অহংকার আগের মতোই রয়েছে। তাঁর এই দম্ভের কারণে ত্রিপুরার সর্বনাশ হয়েছে।

এদিন জনসভায় বিপ্লব কুমার দেব সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে দাম্ভিক বলে কটাক্ষ করেছেন। কারণ, মানিক বাবু দাবি করতেন, ত্রিপুরায় ১০০ বছর কমিউনিস্টের রাজত্ব থাকবে।কিন্তু ২০১৮ সালে রাজ্যবাসী কমিউনিস্টের কোমর ভেঙে দিয়েছেন, সিপিএম ও মানিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি'র ১০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনে দিশেহারা মানুষ ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। দীর্ঘ ১০ বছর যাবত স্বৈরাচারী শাসনে মানুষ দিশেহারা। তাই ২৭ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে মানুষের গণতন্ত্র বাঁচাতে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে। আজ ধর্মনগরে নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচারে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে ধর্মনগরের কংগ্রেস ও সিপিএমের শহর জুড়ে মিছিল এবং মিছিল শেষে কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গনে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর সমর্থনে প্রথমে ধর্মনগরের সারা শহর জুড়ে এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। তারপর এই রেলি ধর্মনগরের জেলা কংগ্রেসের সামনে মিলিত হয় এবং এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পবিত্র কর, উত্তর জেলা বামফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, প্রদেশ কংসের সম্পাদক চয়ন ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অ্যাডভোকেট অজিত দাস সহ জোটের অন্যান্য নেতা-নেত্রীবৃন্দরা।বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে মানুষকে একত্রিত হয়ে কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর যাবত স্বৈরাচারী শাসনে মানুষ দিশেহারা। তাই ২৭ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে মানুষের গণতন্ত্র বাঁচাতে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে। এই জোট গণতন্ত্র প্রেমী ধর্মনিরপক্ষ সাধারণ মানুষের জোট বলে জানান। ২০১৪ সালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় নির্বাচনী সভায়

মোদী সরকার নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করেছে ঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। দেশ থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই চাই। তাই ভয়ভীতি উপেক্ষা করে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আজ গণ্ডাছড়ায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে সিপিএমের মনোনীত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং-এর সমর্থনে নির্বাচনী সমাবেশে জনগণের কাছে এমনটাই আবেদন জানিয়েছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।রাজ্য তথা দেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, ধর্ম নিরপেক্ষতা কতটুকু রক্ষা হবে তা বিবেচনা করবে এই নির্বাচনের ফলাফল।

এদিন তিনি বলেন, দেশে ফ্যাসিবাদী সরকার রাজত্ব করছে। তাঁদেরকে উৎখাত করে দেশে বিকল্প জনদরদি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা না হলে দেশকে বাঁচানো সম্ভব হবে না, বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার নির্বাচনকে প্রহসনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীন ব্যাঙ্কে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল সাব্রুমের গ্রামীণ ব্যাংক। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট আচমকাই আগুন লেগেছে। ওই ঘটনা গোটা এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

জানা গিয়েছে, সাব্রুমের গ্রামীণ ব্যাংকের ভেতরে বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।শনিবার বিকাল ৫ টা নাগাদ এলাকার লোকজন হঠাৎ দেখতে পায় গ্রামীণ ব্যাংকের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাথে সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ কর্মীকে পেটালো এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। বিদ্যুৎ কর্মীকে পেটালো তিন যুবক। ওই ঘটনায় দক্ষিণ চরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে ওই বিদ্যুৎ কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ঝড় বৃষ্টির কারণে দক্ষিণ চরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে।তাতে ওই সমস্ত এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আজ সকাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত নিগম অফিস ঘেরাও করল ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ এপ্রিল ।। ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মুখে খোয়াই জেলার গোটা কল্যাণপুর। শনিবার বিকেলে নিগমের অফিস ঘেরাও করলো কল্যাণপুরের মাছ মাংস বিক্রেতারা। তাদের বক্তব্য দুই দিন ধরে তাদের দোকানে ও বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। যদিও ঘেরাও এর সময় নিগমের কোন অফিসার উপস্থিত ছিলেন না। ছিলেন শুধু কন্টোল রুমের স্টাফ। কল্যাণপুর এর মোট পাঁচটি ফিডারেই বড় সর সমস্যার সৃষ্টি হয়। শনিবার তো বিদ্যুৎ চোপলতায় মানুষ বড় দুর্ভোগে এর মুখে পরেন। এই বিদ্যুৎ আসে তো এই চলে যায়। কল্যাণপুরের দায়িত্ব প্রাপ্ত ডি জি এম কমল কৃষ্ণ দাস প্রতিবেককে জানান তুইসিন্ধরাই এলাকায় কল্যাণপুর গামাইবাড়ি ৩৩ কে ভি যে মূল লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ আসে সেই জায়গায় গত বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি খুটি ভেঙ্গে পরে। আজ সেগুলো মেরামত করা হয়। বিকল্প হিসাবে মূল লাইনে বিদ্যুৎ আনা হয় খোয়াই এর ধলাবিল ফিডার থেকে ৩৩ কে ভি লাইনে। কিন্তু সেই লাইনেও গোলযোগ দেখা দেয়। কারণ খোয়াই শহরেও একই ভাবে চলছে বিদ্যুৎ চপলতা শনিবার দিনভর। কল্যাণপুর নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার কে ফোনে পাওয়া যায় নি। তিনি নাকি সন্ধ্যে পর্যন্ত আমপুরা ফিডার সচল করতে ব্যস্ত। এদিকে কল্যাণপুর, পশ্চিম ঘিলাতলী, এবং কল্যাণপুর ফিডারের অনেক জায়গায় ফল্ট নাকি দেখা দিয়েছে। নিগমের ম্যানেজার স্মরজিৎ রিয়াং এর এমনই বক্তব্য। ফলে কল্যাণপুর এর পাঁচ টি ডিস্ট্রিবিউটশন ফিডারের একই হাল। নেতারা তাদের মেঠো বক্তব্যে বলেন ঘরে ঘরে নলের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিদ্যুৎ ছাড়া ডিপ টিউব ওয়েল থেকে জল সরবরাহ অসম্ভব। বিদ্যুৎ হীনতার কারণে এর প্রভাব পরছে পানীয় জল সরবরাহে ও। মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না। আজ ঘেরাও এর সময় ব্যবসায়ী রা বলেন প্রায় একশো বার কল দিয়েও তারা দুই দিন ধরে বিদ্যুৎ হীন। নিগমের ম্যানেজার স্মরজিৎ রিয়াং জানান বেশ কয়েকটি ফিডারে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জানান আমপুরা ফিডারে কাজ করছেন সিনিয়র ম্যানেজার। তাই উনার ফোন হয় তো বন্ধ। এদিকে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কমল কৃষ্ণ জানান ঝড় বৃষ্টি না হলেও হাওয়া বইছে। কিন্তু সামান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৮৯ ▫ ২১ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ৮ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

হাঁসফাঁস গরম

হাঁসফাঁস গরম। হিট ওয়েভ চলিতেছে। নেহাত বাধ্য হইয়া ছোটদের স্কুলে পাঠাইতেছেন অভিভাবকরা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় থাকিতে হইতেছে। শিশুদের অসুস্থতা এড়াইতে কী করিবেন এই সময়? ভালো করাইয়া স্নান করাইয়া হালকা খাবার খাওয়াইতে হইবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুল ইউনিফর্ম পরাইতে হইবে। ব্যাগে দিয়ে দিন হালকা খাবার, রসালো ফল, জল, নুন চিনির জল, ছাতা, রুমাল। বাচ্চাকে বুঝাইয়া বলুন খুব বেশি লম্ফঝম্ফ না করিতে। সময়মতো জল খাইতে। শিখাইয়া দিন ঘাম হইলে রুমাল দিয়া মুছিয়া নিতে। একটি ছোট সাবান দিয়া দিন। খাবার আগে হাত ধুইয়ে নেওয়াটা দরকার। আপনার সন্তান খুব বেশি ঘামিলে একটি আলাদা ইউনিফর্ম ব্যাগে দিয়া দিন। ঘামে ভিজিয়া গেলে প্রয়োজনে পোশাক পরিবর্তন করিতে পারিবে। গরমে বাচ্চাদের মন মেজাজের দিকে খেয়াল রাখুন। খুব বেশি বকাঝকা করিবেন না। ওদের উপর বেশি চাপ দিবেন না এই সময়।

শিশুদের মূল কষ্টটা হয় রোদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার সময়। ছাতা মাথায় দিয়া যাতায়াত করুন। ব্যাগ অযথা ভারী করিবার দরকার নাই। হাতে সময় নিয়া বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। যাহাতে স্কুলে ঠিক সময় পৌঁছানোর জন্য দৌড়াইতে না হয়। অনেক বাচ্চা রাস্তায় বেরোলেই এটা ওটা খাইতে চায়। সেই আব্দার শুনিবেন না। রাস্তার খাবার এড়াইয়া চলুন। জল তেস্টা মেটাইতে কোল্ড ড্রিঙ্কস বা আইসক্রিম দিবেন না। তাতে ক্ষতি বেশি। জল খাওয়ান। ফল দিতে পারেন। খুব বায়না করিলে শুকনো মুড়ি রাখুন, সেটা ধরাইয়া দিবেন।

স্কুলে থাকাকালীন কষ্টটা তুলনামূলক কম হয়। তবে বাচ্চা দুরন্ত হইলে ওকে এক জায়গায় বসাইয়া রাখা মুশকিল। দৌড়াদৌড়ি করিবেই। ওকে বুঝাইয়া বলুন একটু শান্ত থাকিতে, নয়তো কষ্ট ও নিজেই পাইবে। খুব ঘাম হইলে নুন চিনির জলটা খাইতে হইবে। মুখ, হাত ভালো করিয়া ধুইয়া নেওয়াটা প্রয়োজন। সময়মতো জল, খাবার খেতে হইবে। সর্বোপরি শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা শুনিতে হইবে। টিফিনের সময় বাচ্চারা খেলাধুলা করে। খুব বেশি রোদের মধ্যে যাহাতে দৌড়ঝাঁপ না করে সে দিকে নজর দেওয়া দরকার। খেলিতে হইলে ছায়ার মধ্যে খেলুক।

স্কুল থেকে ফিরিয়াই ওকে খাইতে বসাইয়া দিবেন না। অধিকাংশ অভিভাবকরা এই ভুলটাই করেন, বাচ্চা বাড়িতে আসিলেই তাড়া, রুটি নিয়া বসিয়া পড়েন। এমনটা করিবেন না। মনে রাখুন স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে ও কিছু না কিছু খাইয়াছে। ওদের বিশ্রাম নিতে দিন। বাড়িতে ফিরিলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে এসি ঘরে ঢুকতে দেবেন না। কিছুক্ষণ পাখার তলায় বসুক। জল খাক। তবে ঠান্ডা জল এড়িয়ে চলুন। তারপর পোশাক পরিবর্তন করিয়ে গা হাত পা মুছাইয়া দিন। তারপর নিজেই খেতে চাইলে খেতে দিন।

অসুস্থ হইয়া পড়িলে বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলে সারা শরীর কিছুটা ভিজে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া দিন। এরপর বিছানা বা মেঝেতে শুয়াইয়া দিন। পায়ের তলায় একটা বালিশ রাখুন। মুখে চোখে জলের ছিটা দিন। নুন, চিনি, লেবুর শরবত খাওয়ান। পাখার তলায় কিছুক্ষণ এমনভাবে থাকলে এমনিতেই সুস্থ হয়ে যাবে। সেদিন সারাদিন বিশ্রাম নিতে বলুন। খুব বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন অবশ্যই। সবচেয়ে ভালো হয় যদি স্কুলের সময়টাকে একটু এগিয়ে আনা যায়। তাতে রোদের তাতটা এড়ানো যায়। স্কুলের ইউনিফর্ম হালকা রঙের হলে ভালই হয়। পর্যাপ্ত পাখার ব্যবস্থা। জানালাগুলি খুলিয়া দিতে হইবে যাহাতে হাওয়া ঢুকিতে পারে। এখন অনেক স্কুলে ওয়াটার বেল চালু হয়েছে। অর্থাৎ পড়ুয়াদের মনে করাইয়া দেওয়া জল খাইতে হবে। এটা ভীষণ ভালো উদ্যোগ। সর্বোপরি কোনও শিশু অসুস্থ বোধ করিলে তাহার যত্ন নেওয়া।

ওডিশার ঝারসুগুড়ায় নৌকা ডুবে মৃত্যু এক মহিলার, খোঁজ নেই ৭ জনের

ঝারসুগুড়া, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ওডিশার ঝারসুগুড়ায় মহানদী নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। কমপক্ষে ৪৮ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে খোঁজ পাওয়া যায়নি ৭ জনের। শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে, নিখোঁজ ৭ জনের সন্ধানে শনিবারও নদীবক্ষে সন্ধান চলছে।

মহানদী নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপে মন্দির রয়েছে, ঝারসুগুড়া জেলার লক্ষনপুর ব্লকের অন্তর্গত সারদা ঘাট থেকে প্রতিবেশী রাজ্য ছত্তিশগড়ের খারসিয়া এলাকার শিশু ও মহিলা-সহ প্রায় ৫০ জনের বেশি ভক্তরা মন্দিরে গিয়েছিলেন। বারগড় জেলার বাঞ্জিপালিতে যাওয়ার পথে শুক্রবার সন্ধ্যায় নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলার।

কালেক্টর কার্তিকেয় গোয়েল বলেছেন, 'আমরা তথ্য পেয়েছি, ভুবনেশ্বর থেকে স্কুবা ডাইভাররা আসবে। আমরা এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৭-৪৮ জনকে উদ্ধার করেছি। ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ৭ জন, তাঁদের মধ্যে ৪ হন মহিলা ও ৩টি শিশু। তল্লাশি অভিযান চলছে।' ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এই নৌকাডুবির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করেছেন।

ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল ট্রেনে ধোঁয়া, আতঙ্কে যাত্রীরা নেমে পড়লেন চুঁচুড়া স্টেশনে

চুঁচুড়া, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ডাউন ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল ট্রেনে আগুন-আতঙ্ক! ট্রেনটি চুঁচুড়া স্টেশনে পৌঁছলে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, আতঙ্কে চুঁচুড়া স্টেশনে নেমে পড়েন যাত্রীরা। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ডাউন ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল ট্রেনটি ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ছাড়ে শনিবার সকাল ৮.২৮ মিনিটে। ট্রেনটি চুঁচুড়ার ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে ৮.৩৪ মিনিটে।

ট্রেনের শেষ কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন যাত্রীরা। খবর পাওয়া মাত্র ট্রেন চালক ট্রেন থামিয়ে দেন। তার মধ্যে যাত্রীরাও ভয়ে-আতঙ্কে নেমে পড়েন ট্রেন থেকে। বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। এর মধ্যে রেলকর্মীরা আসেন ঘটনাস্থলে। রেলকর্মীরা এসে ট্রেনটিকে সরিয়ে নিয়ে যান। ওই ট্রেনটিকে আর চালানো যায়নি। রেল সূত্রে খবর, ব্রেক বাইন্ডিংয়ের ফলে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

ওডিশার ঝারসুগুড়ায় নৌকা ডুবে মৃত্যু ৭ জনের, এখনও খোঁজ নেই একজনের

ঝারসুগুড়া, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ওডিশার ঝারসুগুড়ায় মহানদী নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। মৃতদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রয়েছে। কমপক্ষে ৪৮ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে শনিবার সকাল পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি একজনের। শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে, নিখোঁজ একজনের সন্ধানে শনিবারও নদীবক্ষে সন্ধান চলছে।মহানদী নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপে মন্দির রয়েছে, ঝারসুগুড়া জেলার লক্ষনপুর ব্লকের অন্তর্গত সারদা ঘাট থেকে প্রতিবেশী রাজ্য ছত্তিশগড়ের খারসিয়া এলাকার শিশু ও মহিলা-সহ প্রায় ৫০ জনের বেশি ভক্তরা মন্দিরে গিয়েছিলেন। বারগড় জেলার বাঞ্জিপালিতে যাওয়ার পথে শুক্রবার সন্ধ্যায় নৌকাটি ডুবে যায়। হাবিলদার (মেজর) বালকৃষ্ণ থাপা বলেছেন, 'মোট ৮ জন নিখোঁজ ছিলেন, শুক্রবারই নদী থেকে একজনের দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার সকালে আরও ৬টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। মোট ৭টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : তাঁর বিস্তীর্ণ জীবন

আহমাদ মোস্তফা কামাল

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাজের সঙ্গে পরিচয় আছে এ দেশের আঙুলে গোনা মাত্র কয়েকজন মানুষের। যদিও তাঁর নাম জানেন অনেক মানুষ, শুনেছেন যে তিনি একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু কী যে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু, সে সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে গেছেন তাঁরা। এর কারণ কী?

কারণ হলো, যে বিষয়টি নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন বা যে তত্ত্বের জন্য তিনি বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন, সেটি এতই দুর্বোধ্য, জটিল আর বিমূর্ত যে বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষেও এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন। আমরা যতই বলি না কেন, কোয়ান্টাম কণার বিন্যাস সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায়ন তত্ত্বটি তাঁরই দেওয়া এবং সে জন্যই তাঁর সম্মানে কণাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'বোসন' আর একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে তাঁর নাম চিরদিনের জন্য গ্রোথিত হয়ে গেছে, তবু বিষয়গুলো আমাদের জন্য বিমূর্তই রয়ে যায়। আর হবেই বা না কেন? কোয়ান্টাম জগৎ আমাদের কাছে এক প্রহেলিকার মতো, বুঝে ওঠা যায় কি যায় না। বোঝার চেষ্টা করলে জগৎটা যেন আরও বেশি রহস্যময় হয়ে যায়, না বোঝার ভার আরও বেড়ে যায়। রিচার্ড ফাইনম্যান যেমন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব একজন নবিশের কাছে যেমন, একজন বিশেষজ্ঞের কাছেও তেমনই। প্রহেলিকাময়। সেই জগতের কণাদের বিন্যাস নিয়ে আমাদের বসু এমন একসময় কাজ করেছিলেন, যখন এর তত্ত্বীয় দিকগুলোও তত বেশি বিকশিত হয়নি। তখনো ডি ব্রগলির তরঙ্গ সমীকরণ আসেনি, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা—নীতি আসেনি, তরঙ্গ অপেক্ষক বা ওয়েভ ফাংশনের ধারণা আসেনি, ম্যাক্স বর্ণের ব্যাখ্যা আসেনি, ফার্মি-ডিরাকের সংখ্যায়ন তত্ত্ব বা পরিসংখ্যান তত্ত্ব আসেনি, শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ আসেনি। অথচ বসুর তত্ত্ব বুঝতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, বিশেষ করে ওয়েভ ফাংশন বা তরঙ্গ অপেক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যে তত্ত্বটির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জগৎ—জোড়া খ্যাতি, এই প্রবন্ধে সেটি নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। তার আগে তাঁর জীবন ও কর্মের দিকে একটু নজর ফেরানো যাক। বর্ণাঢ্য জীবন ছিল তাঁর, যদিও কোনো কিছুই সহজে আসেনি তাঁর জীবনে। ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯০৯ সালে কলকাতার হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান আর ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি তাঁর মেধার স্ফুরণ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় দুর্দান্ত ভালো ফলাফল করার পরও সহসা সম্মানজনক কাজ জুটল না তাঁর। পাটনা কলেজে আবেদন করলেন, কিন্তু সেখান থেকে জানানো হলো, তাদের দরকার একজন দ্বিতীয় শ্রেণির এমএসসি, প্রথম শ্রেণির নয়! আবহাওয়া দপ্তরে যোগাযোগ করলেন, সেখান থেকে বলা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি মেধাবী ছাত্রের জন্য যোগ্যতম চাকরি তাদের দপ্তরে নেই! অতঃপর বেকারত্বের এ সময়টি তিনি কাটালেন প্রাইভেট টিউশনি করে। আসাম গৌরীপুরের জমিদারপুত্রকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। তাঁর সেই ছাত্র, প্রমথেশ বড়ুয়া পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর এই বেকার দশার অবসান ঘটল ১৯১৭ সালে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন সত্যেন বসু। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁর চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেন তিনি। এর তিন বছর পর ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্বনন্দিত প্রবন্ধটি, এখন যা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান বলে পরিচিত। ওই বছরই শিক্ষাছুটি নিয়ে দুই বছরের জন্য ইউরোপে যান বসু। সাক্ষাৎ করেন আইনস্টাইন, মাদাম কুরি, দ্য ব্রগলিসহ অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর সঙ্গে। ১৯২৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। আর তাঁর জন্য সুপারিশ করেন আইনস্টাইন, লাঞ্জেভাঁ, হেরমান মার্ক, সিলভাঁ লেভির মতো নন্দিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রাখেন সত্যেন বসু। ঢাকা ত্যাগের পর ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা বা খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই পদেই ছিলেন তিনি। এরপর তিনি দুই বছরের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে মনোনীত করে এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসানের আগ পর্যন্ত তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৫২-৫৮ সময়কালে তিনি রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৫৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'বিজ্ঞান-ভাস্করম' উপাধি প্রদান করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে ইত্যাদি।

এবার বসুর গবেষণা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই বলেছি, বসুর কাজ ছিল কোয়ান্টাম কণার বিন্যাস নিয়ে। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাংক, ১৯০১ সালে, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। এই বিকিরণের শক্তি ঘনত্ব বের করার জন্য তিনি একটি সমীকরণ প্রতিপাদন করেন। সেটি এ রকম : এই সমীকরণ দিয়ে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বর্ণালি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক বৈপ্লবিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণবস্তু থেকে শক্তির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না, বরং গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে বুলেটের মতো বের হয়। তিনি এই শক্তিগুচ্ছের নাম দিলেন কোয়ান্টাম। ধারণাটি বৈপ্লবিক এ জন্য যে এর আগে কখনোই শক্তিকে কণারূপে কল্পনা করা হয়নি, বরং এর তরঙ্গধর্মটিই সব সময় আলোচিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে প্ল্যাংকের এই ধারণাটি ব্যবহার করে আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিলেন আইনস্টাইন। তিনি জানালেন, আলো শুধু কণার কণাগুচ্ছ আকারেই থাকে না বরং একেকটি স্বতন্ত্র কণা হিসেবে বের হতে পারে এবং শূন্য মাধ্যমে একক কণা হিসেবেই চলাচল করতে পারে। আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য যে সমীকরণটি প্রস্তাব করেছিলেন, সেটিকে ব্যবহার করে ভরশূন্য আলোর কণা (ফোটন) এবং ভরযুক্ত ইলেকট্রনের সংঘর্ষ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেন কম্পটন ১৯২২ সালে। বসু এই তিনটি তত্ত্বকেই বিবেচনায় নিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেন, প্ল্যাংকের সমীকরণে একটি অসংগতি আছে। সমীকরণের ডান দিকে যে দুটি অংশ, সেটির দ্বিতীয় অংশ থেকে শক্তির কণাধর্ম বোঝা গেলেও প্রথম অংশটি আসলে এসেছে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তত্ত্ব থেকে, যা প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গধর্মেরই প্রকাশ। একই সমীকরণে শক্তির দুই রূপ থাকার ব্যাপারটিই তাঁকে প্ররোচিত করল নতুন করে ভাবতে। তিনি প্রথম অংশটি প্রতিপাদন করলেন ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তত্ত্ব ছাড়াই। শুধু তা—ই নয়, কোয়ান্টাম জগতের এই কণাগুলোর বিন্যাস কী রকম হবে, তারও প্রস্তাব করলেন বসু, তাঁর এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটিই তিনি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানার জন্য। চিঠিতে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে প্ল্যাংকের সমীকরণের ডান পাশের প্রথম অংশটি তিনি চিরায়ত বিদ্যুৎ—চুম্বক তত্ত্ব ছাড়াই নির্ধারণ করেছেন। আইনস্টাইন যথার্থ কারণেই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সাইটস্রিফ ফ্যুর ফিজিক-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আইনস্টাইনের কাছে পাঠানোর আগে বসু প্রবন্ধটি লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রেফারি সেটিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে ফেরত পাঠান। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ, বসুর পদ্ধতি চিরায়ত পরিসংখ্যান থেকে এতটাই আলাদা যে একে এত সহজে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। চিরায়ত গতিবিদ্যায় সব বস্তুকণাই আলাদা। এমনকি তারা দেখতে একই রকমের হলেও আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে এই পৃথকত্ব নির্দেশ করা যায়। আর এ ধরনের স্বতন্ত্র কণা পরস্পরের সঙ্গে অদলবদল করলে নতুন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বসু কণার অর্থই হলো যে তারা সবাই একই রকমের এবং তাদের কোয়ান্টাম আচরণের পার্থক্য করা যায় না। দুটি বসু কণার অদলবদলে নতুন কোনো অবস্থারও সৃষ্টি হয় না। আবার বসু যে ধরনের কণার পরিসংখ্যান গণনা করেছিলেন, তা শুধু চিরায়ত কণা থেকেই আলাদা নয়, অন্য ধরনের কোয়ান্টাম কণা যেমন ইলেকট্রন বা প্রোটন থেকেও আলাদা। দুটি ইলেকট্রন কখনোই একই অবস্থায় থাকতে পারে না, অন্যদিকে অসীম সংখ্যক বসু কণাও (যেমন ফোটন) একই অবস্থায় সহাবস্থান করতে পারে।

আইনস্টাইন বসুর এ ধারণাটিকে ব্যবহার করেন পরমাণুর ক্ষেত্রেও। ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় বসু কণাগুলো ঘনীভূত রূপ লাভ করবে। এই প্রপঞ্চটিই এখন বসু- আইনস্টাইন কনডেনসেট বা ঘনীভবন নামে পরিচিত। পরীক্ষাগারে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী।

এই পরিসংখ্যানটিকে কেন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশীদ লিখেছেন: পরিসংখ্যানতত্ত্বের মূল কথা হলো সূক্ষ্ম গণনা থেকে স্থূল গণনায় আসা অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি হিসেবে চিন্তা করে এই কণাগুলোর বিন্যাসের সম্ভাবনা গণনা করা এবং তা থেকে বস্তুর তাপ, চাপ ইত্যাদি ভৌত গুণ নির্ধারণ করা। চিরায়ত পদ্ধতিতে ম্যাক্সওয়েল-বোলজম্যান এটাই করেছিলেন এবং এ পদ্ধতিতে নিউটনীয় গতিবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু অণু-পরমাণু আর বস্তুকণার জগতে নিউটনীয় গতিবিদ্যা অচল। সুতরাং ওই জগতের পরিসংখ্যানও ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবিষ্কারের আগে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান ঠিক উল্টোভাবে হয়েছে। অর্থাৎ বসু এবং আইনস্টাইন কোয়ান্টাম জগতের স্থূল গণনাপদ্ধতি অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন (১৯২৪-২৫)। তারপর হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার এবং ডিরাক কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবিষ্কার করেছেন (১৯২৫-২৬)। সবশেষে ডিরাক ১৯২৬ সালে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের মূল কথাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

এখন আমরা জানি, প্রকৃতির বস্তুকণা দুই ধরনের, এক ধরনের বস্তুকণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না এবং তারা যেকোনো কোয়ান্টাম অবস্থায় যেকোনো সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে। এরা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এই ধরনের কণাগুলোর তরঙ্গ অপেক্ষক প্রতিসাম্যের। এদের সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে বোসন বলে ডাকা হয়। যেমন ফোটন, মেসন ইত্যাদি। অন্য ধরনের কণাগুলো পাউলির বর্জননীতি মেনে চলে, ফলে কোনো একটি শক্তিস্তরে বা কোয়ান্টাম অবস্থায় একটির বেশি কণা থাকতে পারে না। এরা ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এদের তরঙ্গ অপেক্ষক বিপ্রতিসাম্যের। এই দ্বিতীয় ধরনের কণাগুলোকে বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামানুসারে ফার্মিয়ন বলে ডাকা হয়।

এভাবে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তত্ত্বের বদৌলতে প্রকৃতির কিছু মৌলিক কণার নামকরণ করা হলো সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে, আর পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর নামও চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। কারণ, যত দিন এই কণাগুলো থাকবে, তত দিন থাকবে তাঁর নামও। এবং আমরা জানি, সহসা এই কণাগুলো বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই তাঁর নামও রয়ে যাবে চিরভাস্বর হয়ে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে শুধু এই একটি প্রবন্ধই লিখেছিলেন, তা নয়। আমি তাঁর ২৩টি প্রবন্ধের খোঁজ পেয়েছি, যেগুলোর সবই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানটি এতটাই আলোচিত এবং পরিচিত তত্ত্ব যে বসুর প্রসঙ্গ উঠলেই এ প্রবন্ধটির কথা বিশেষভাবে উঠে আসে। তবে কেবল গবেষক বসুর কথা বললে তাঁর সম্পূর্ণটুকু বলা হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন, তাঁরা সাধারণত উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে নিজের পেশাগত জীবনকে নিশ্চিত করেন। তিনি সেই প্রচলিত পথে হাঁটেননি। বিদেশে গিয়েছেন, বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ডিগ্রি লাভের চেষ্টা করেননি। কেন করেননি, সেই রহস্য আর কোনো দিনই জানা যাবে না। তাঁর কি ঋষীদের মতো বৈরাগ্য ছিল, ছিল উদাসীনতা? তা—ও তো মনে হয় না। তিনি তো বিপুলভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন গবেষণায়, শিক্ষকতায়, সামাজিকতায়। গবেষণায় শুধু নিজেই যুক্ত থাকেননি, যুক্ত করেছেন আরও অনেককে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার একটা ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন আর অচিরেই সেটিকে পরিণত করে তুলেছিলেন ঐতিহ্যে। দারুণ উদ্দীপনাময় এক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে তিনি তরুণ সহকর্মীদের ভেতরে জাগিয়ে তুলেছিলেন নতুন জ্ঞান জানা এবং সৃষ্টির আগ্রহ। রঞ্জনরশ্মির কেলাসতত্ত্ব, রমনপ্রক্রিয়া, চৌম্বকত্ব বর্ণালি, বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয়। এমনকি রসায়নশাস্ত্রের কিছু গবেষণার দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শুধু গবেষণা নয়, শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম।

কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সেই ব্রিটিশ আমলেই তিনি শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষায় পড়াতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যদেরও বাংলায় পড়ানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ, বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি তাঁর প্রতিভাকে নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা পরিচয় এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন, বাংলায় বই লিখতে কাজী মোতাহার হোসেনকে উতাহ দিয়েছেন। শিল্পী- সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, স্বাধীনতাসংগ্রামী বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। বিজ্ঞান তো নিত্য সহচর, কিন্তু তিনি আগ্রহভরে সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলার নানা শাখার রসসুধাও পান করেছেন। অনেক দিন আগে আলবিরুনি একটা কথা বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি দীর্ঘ জীবন চাই না, আমাকে একটা বিস্তীর্ণ জীবন দিন।' সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও ছিল বিস্তৃত জীবন। নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দিকে, নানা কাজে, নানা চিন্তায়। একটা বিপুল কর্মমুখর জীবন যাপন করে ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অনন্তলোকে পাড়ি দেন, আর আমাদের জন্য রেখে যান একটি বিস্তীর্ণ জীবনের আদর্শ ও উদাহরণ।

পৃথিবীতে কি আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণা আছে

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

মহাকাশযান ছুটছে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে। সড়ক দিয়ে শাঁই শাঁই করে চলছে গাড়ি। ওদিকে চিতা বাঘ শিকার করছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। ছোট্ট এই পৃথিবীতে দ্রুতগতির জিনিসের আসলে অভাব নেই।

কিন্তু এর মধ্যে পৃথিবীতে কোন জিনিসটার গতি সবচেয়ে বেশি? এই প্রশ্নের মধ্যে অবশ্য কিছু ঝামেলা আছে। এখানে 'পৃথিবীতে' আর 'কোন জিনিস'এই দুটো কথা কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন, তার ওপর নির্ভর করবে উত্তর কী হবে।

গতির দিক থেকে এগিয়ে থাকা অতিপারমাণবিক কণাযেমন নিউট্রন, প্রোটন বা নিউট্রিনোআমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। আবার মহাবিশ্বে আলোর গতি যে সবকিছুর চেয়ে বেশি, এ কথা প্রায় সবাই জানি। শূন্যস্থানে আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লাখ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। এখন পর্যন্ত এর চেয়ে গতিশীল কোনোকিছুর কথা বিজ্ঞানীদের জানা নেই।

কিন্তু আলোকে কি 'জিনিস' বলা যায়? এ নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, এটা কোনো 'জিনিস' নয়, কারণ এর কোনো স্থির ভর নেই। আবার অনেকে বলেন, কোয়ান্টাম মেকানিকস অনুযায়ী, আলো একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গ। আর অনেক বিজ্ঞানীই কণাকে 'জিনিস' হিসেবে স্বীকার করেন। জিনিস মানে যে বস্তু বা পদার্থ হতে হবে, তা নয়। বলের কণা গ্লুয়ন বা বিভিন্ন ধরনের বোসন বস্তু নয়, শক্তির কণা। তবে ইংরেজিতে যাকে বলে 'থিং', আমরা বলতে পারি 'জিনিস'অনেক বিজ্ঞানীই এসব কণাকে এর অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করেন। আলোর কণা ফোটনকেও তাঁরা সে দলেই ফেলতে চান।

কিন্তু আলোকে কি 'জিনিস' বলা যায়? এ নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, এটা কোনো 'জিনিস' নয়, কারণ এর কোনো স্থির ভর নেই। আবার অনেকে বলেন, কোয়ান্টাম মেকানিকস অনুযায়ী, আলো একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গ। আর অনেক বিজ্ঞানীই কণাকে 'জিনিস' হিসেবে স্বীকার করেন

ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানে ফোটন কণাই সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে, শূন্যস্থানে আলোর চেয়েবলা উচিত, আলোর কণার চেয়ে দ্রুতগামী কিছু মহাবিশ্বে নেই। লাইভ সায়েন্সকে এ কথা মনে করিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ জন ম্যাথিউ। তবে তিনি বলেন, ঘটনা কিছুটা জটিল হয়ে যায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর। বিশেষ করে আপনার কাছে যদি ভ্যাকুয়াম চেম্বার না থাকে। এ ক্ষেত্রে ফোটন যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন কিছুটা ধীরগতির হয়ে যায়। তখন, উপযুক্ত পরিবেশে এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিছু কণা। কারণ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ফোটনের মতো সবকিছুর গতি ধীর করে দেয় না।

উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি থেকে উৎপন্ন এমন কিছু অতি দ্রুতগতির কণা শনাক্তকারী বিজ্ঞানীদের একটি দলে কাজ করেছেন জন ম্যাথিউ। দলটি মূলত মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আসা অতিপারমাণবিক কণা শনাক্ত করে। এর একটিকে বলা হয়, 'ওএমজি' বা 'ওহ-মাই-গড' কণা। ১৯৯১ সালে ম্যাথিউ ও তাঁর সহকর্মীরা এটি শনাক্ত করেন।

এ ধরনের কণাগুলো শূন্যস্থানে আলোর গতির একেবারে কাছাকাছি গতিতে ছুটতে পারে। পদার্থবিদ জন ম্যাথিউ বলেন, এগুলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে, তখন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই এরা এগিয়ে যেতে থাকে। বায়ুমণ্ডল এদের গতি কমিয়ে দিতে পারে না। তাই বায়ুমণ্ডলের ভেতরে এদের গতি কখনো কখনো আলোর গতিকেও ছাড়িয়ে যায়। এদিক থেকে পৃথিবীতে 'ওহ-মাই-গড' কণা অন্যতম দ্রুতগামী জিনিস। আলোকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো আর সহজ কথা নয়! প্রশ্ন হলো, এই কণা আসলে কী? আগে যেমন বলেছি, এটি মূলত পাওয়া গেছে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে। অর্থাৎ এ কণা আসলে অতি উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি। তবে এটি ঠিক কী ধরনের কণা, সে বিষয়ে নিশ্চিত নন বিজ্ঞানীরা। এটি হতে পারে প্রোটন, বা প্রোটনের মতো প্রায় ভরশূন্য কোনো অতিপারমাণবিক কণা। সে হিসেবে এর খানিকটা ভর আছে। তাই বায়ুমণ্ডলে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী হলেও সবচেয়ে দ্রুতগামীর স্বীকৃতি হয়তো এর দখলে নাও যেতে পারে। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের কণাপদার্থবিদ জাস্টিন ভ্যান্ডেনব্রুকের মতে, সবচেয়ে গতিশীল বস্তু হতে পারে নিউট্রিনো।

একটি নিউট্রিনোর ভর প্রোটনের তুলনায় প্রায় ১ হাজার কোটি গুণ কম হতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানে ভরবেগের সূত্র অনুযায়ী তাই একে যদি সমপরিমাণ শক্তি দেওয়া হয়, তাহলে প্রোটনের চেয়ে এটি অনেক দ্রুত বেগে ছুটতে পারবে। উচ্চশক্তির নিউট্রিনো শনাক্ত করার জন্য দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি। ২০০৫ সালে এই মানমন্দির নির্মাণ শুরু হয়। ১৪টি দেশের প্রায় ৩০০ বিজ্ঞানীর আন্তর্জাতিক দল এ মানমন্দির পরিচালনা করেন। এখানে বরফের প্রায় ১ ঘন কিলোমিটার নিচে নিউট্রিনো ডিটেক্টর বা শনাক্তকারী যন্ত্র রাখা আছে। বরফের ভেতর পর্যাপ্ত শক্তি পেলে নিউট্রিনো আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ছুটতে পারে। উচ্চশক্তির এসব নিউট্রিনো বরফের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে চার্জিত অতিপারমাণবিক কণা তৈরি হয়। এগুলো আলোর চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন হওয়ার কথা। এসব কণা গতিশীল অবস্থায় একধরনের আলোক রশ্মি বিকিরণ করে। একে বলা হয় চেরেনকভ বিকিরণ। এই বিকিরণের মাধ্যমে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে নিউট্রিনো শনাক্ত করা যায়।

২০১৬ সালে এই মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা সর্বোচ্চ শক্তির নিউট্রিনো শনাক্ত করেন। তবে এখনও তা পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যালামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির পদার্থবিদ বিল লুই বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত যতদূর জানি, তাতে এরা সবচেয়ে দ্রুতগামী কণা। এখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা উচিত। শূন্যস্থানে কোনোভাবেই ভরযুক্ত কোনো কণার পক্ষে আলোর গতিতে ছোটা সম্ভব নয়। তবে কোনো কণার ধর্ম যদি আলোর সঙ্গে খুব বেশি মিলে যায় এবং যথেষ্ট শক্তি সরবরাহ করা হয়, তাহলে তার গতি আলোর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। কত কাছাকাছি? ভেন্ডেনব্রুক গতির এ বিষয়টি '9 এস'-এর (9s) সঙ্গে তুলনা করে ভাবতে পছন্দ করেন। জিনিসটা আসলে কঠিন কিছু না। কোনো দশমিক সংখ্যাকে কয়টি ৯ দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে, তাই '৯এস'। যেমন আলোর গতির ৯৯.৯৯ শতাংশ মানে ৪ '৯এস'। অন্যদিকে তাঁর হিসেব অনুযায়ী 'ওহ-মাই-গড' কণার গতি হতে পারে ২০ থেকে ২৪ ৯ এস-এর মাঝের কিছু একটা। তুলনার জন্য বলা যায়, এখন পর্যন্ত মানুষের তৈরি সবচেয়ে গতিশীল কণার বেগ ছিল ৮ ৯ এস ভেন্ডেনব্রুক বলেন, ২০১৬ সালে শনাক্তকৃত অতি দ্রুতগতির নিউট্রিনোর বেগ হতে পারে প্রায় ৩৩ ৯ এস। অর্থাৎ ৯৯ দশমিকের পরে আরও ৩১টি ৯ বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা। অন্যদিকে তাঁর হিসেব অনুযায়ী 'ওহ-মাই-গড' কণার গতি হতে পারে ২০ থেকে ২৪ ৯এস-এর মাঝের কিছু একটা। তুলনার জন্য বলা যায়, এখন পর্যন্ত মানুষের তৈরি সবচেয়ে গতিশীল কণার বেগ ছিল ৮ ৯ এস। সার্নের কণাত্বরক যন্ত্র লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের মাধ্যমে এই কণা তৈরি করা হয়। আলোর বেগের তুলনায় এসব দ্রুতগতির কণার বেগের পার্থক্য কত সামান্য, তা হয়তো কল্পনা করতে পারছেন। হিসেবে সামান্য গড়মিল বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঘটে যেতে পারে অনেককিছু। এ জন্যই এসব কণার বেগ নানা সময়ে আলোর কাছাকাছি বা বেশি পাওয়া গেলেও তা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। একাধিকবার এ ধরনের ঘটনায় দেখা গেছে কোথাও না কোথাও ভুল ছিল। তাই বিজ্ঞানীরা বারবার যাচাই করে দেখেন। পরীক্ষা করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুয়াহাটি থেকে চলবে দুটি সামার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২০এপ্রিল, ২০২৪: গরমের ভিড়ের সময় যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে গুয়াহাটি থেকে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন পরিচালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একটি স্পেশাল ট্রেন গুয়াহাটি ও ওড়িশার সম্বলপুরের মধ্যে এবং আরেকটি গুয়াহাটি ও জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরার মধ্যে চলাচল করবে। দুটি ট্রেনই উভয় দিক থেকে দশটি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। উভয় ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার্থে এসি ৩-টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কোচ থাকবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৮৩৫১ (সম্বলপুর-গুয়াহাটি) স্পেশাল ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার ১৮:৫০ ঘণ্টায় সম্বলপুর থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ০১:২০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৮৩৫২ (গুয়াহাটি-সম্বলপুর) স্পেশাল ২৪ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার ০৮:০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬:১৫ ঘণ্টায় সম্বলপুর পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি কামাখ্যা, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, ভট্টনগর, খড়গপুর, বালাসোর, কাপিলাস রোড, আঙ্গুল, কেরেজাঙ্গা ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে।

পাশাপাশি, ট্রেন নং. ০৪৬৮০ (শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা-গুয়াহাটি) স্পেশাল ২৬ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার ২১:৩০ ঘণ্টায় শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা থেকে রওনা দিয়ে রবিবার ১৯:১০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪৬৭৯ (গুয়াহাটি-শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা) স্পেশাল ২৯ এপ্রিল থেকে ০১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার ২৩:২০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ২০:৪৫ ঘণ্টায় শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাতরা পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি কামাখ্যা, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, কাটিহার, বারাউনী, হাজিপুর, গোরখপুর, গোন্ডা, বেরেইলি, সাহরানপুর, আম্বালা ক্যান্ট., লুধিয়ানা, পাঠানকোট ক্যান্ট., জম্মু তাওয়াই ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। আরেকটি স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬২২১/০৬২২২ (মাইসুরু-মুজাফফরপুর-মাইসুরু) মাইসুরু থেকে প্রতি সোমবার (১৫ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে) এবং মুজাফফরপুর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে) ০৮টি করে ট্রিপের জন্য মাইসুরু এবং মুজাফফরপুরের মধ্যে পরিচালন করা হচ্ছে। উভয় পথের যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি জোলারপেট্টাই, বিজয়ওয়াড়া জং, পলাসা, মালদা টাউন, কুমেদপুর, কাটিহার, বারাউনি জং. ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জুনে আবার আসবেন, প্রতিশ্রুতি অভিষেকের

উত্তর দিনাজপুর, ২০ এপ্রিল, (হি.স.): দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে, ২৬ এপ্রিল ভোট রয়েছে রায়গঞ্জে। তার আগে শনিবার সেখানে তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর হয়ে সভা করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেখানে তিনি বলেন, "তিন লক্ষ ভোটে আমাদের জেতান। ৪ তারিখ ফল ঘোষণা। জুন মাসে এখানে আসব।"

এই সঙ্গে বলেন, "আপনাদের সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপন করব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজয় মিছিল করব। কথা দিলাম। সকলকে বলে গেলাম। কিন্তু সবাই ঠিক করে নিন, গরম বেশি পড়লেও ভোট দিন।" শেষে হিন্দিতে স্বরচিত কবিতাও বলেন অভিষেক।

অভিষেক বলেন, "আমাদের কম ভয় দেখায়নি। ইডি, সিবিআই। ঘর, পরিবার, মা-বাবা, বাচ্চা কাউকে ছাড়েনি। তবু মাথা উঁচু করে লড়ছি। দিল্লির কুকুর হয়ে থাকার থেকে বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হয়ে বাঁচব। ২৬ তারিখ মাথা উঁচু করে ভোট দিন। আমাদের প্রার্থী জেতার পর আপনাদের সেবা করবেন। কথা দিলাম।"

অভিষেক মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি জানান, ১০ বছর আগে খাদ্য, জরুরি পণ্যের কী দাম ছিল, আর এখন কী হয়েছে। ১১০ টাকার চা পাতা এখন ২৮০ টাকা। এই হল 'অচ্ছে দিন'।

অভিষেক বলেন, "বিজেপি বলেছে, এখানে জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে। আপনারা কি তা-ই চান? বিজেপির কোচবিহারের এক নেত্রী তা-ই বলেছেন। আপনাদের কী মত? তাঁদের জবাব দেওয়া উচিত নয় কি?"

প্রাক্তন ও অন্তর্বর্তী ৪ উপাচার্যকে নিয়ে বৈঠক রাজভবনে

কলকাতা, ২০ এপ্রিল, (হি.স.): বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চলছে। এই আবহে শনিবার রাজভবনে বৈঠক হল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্যোগে।

হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এবং অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের এই বৈঠকে ডাকা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, যাদবপুরের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর ও নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রঞ্জন চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবন সূত্রের দাবি, এদিনের বৈঠকে ছিলেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের এক সিনিয়র অফিসার প্রাক্তন এবং অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের সঙ্গে এক ঘণ্টারও বেশি সময় বৈঠক করেন। কিন্তু বৈঠকের বিষয়বস্তু কিংবা তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে রাজভবন থেকে জানানো হয়নি। এমনকী যে সব উপাচার্য এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও কিছু বলতে চাননি।

তবে সূত্রের দাবি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দু-তিন জন উপাচার্যের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছিল রাজভবনে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং সেই বিষয়ে পর্যালোচনার জন্যই তাঁদের শনিবার রাজভবনে ডাকা হয়। এমনকী রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা করা হয় বলে সূত্রের দাবি। ফলে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য ও রাজ্যপাল যে সংঘাত আবহাওয়া চলছে, তা যে এখনই মিটে গিয়েছে বা মিটে যাচ্ছে এমনটা নয়। জটিলতা রয়েই গিয়েছে, তা বলা চলে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যের পাঠানো ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য উপাচার্যদের নামের তালিকা থেকে রাজ্যপাল বা আচার্য ছ"জনকে বেছে নিয়েছেন। তার পরে গত ১৮ তারিখ দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমনী কলকাতা এসে রাজ্যপালের সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। এর আগের বৈঠকের রিপোর্ট গত ১৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে পেশ করা হয়। তারপর রাজ্যপালের সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের এই বৈঠক হয়। যদিও সে সংক্রান্ত কোনও তথ্য সরকারিভাবে রাজভবন থেকে জানানো হয়নি।

আগামী ২১ এপ্রিল ডোঙ্গারগাঁওয়ে আদিত্যনাথ এবং প্রিয়াঙ্কা বঢ়রার জনসভা

রায়পুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ২১ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের ডোঙ্গরগাঁওয়ে যোগী আদিত্যনাথ এবং প্রিয়াঙ্কা বঢ়রার জনসভা রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের প্রচারে একই দিনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় মহাসচিব প্রিয়াঙ্কা বঢ়রার ডোঙ্গারগাঁও ব্লকের সাগর গ্রামে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় দলের ইনচার্জ ও ঊর্ধতন আধিকারিকরা তাঁদের দুই দলের কর্মসূচি সফল করতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ছত্তিশগড় সফর প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী ওপি চৌধুরী বলেছেন, কংগ্রেস একটি ডুবন্ত নৌকা। প্রিয়াঙ্কা এবং রাহুল গান্ধীর নৌকার সব যন্ত্রপাতি ভেঙে গিয়েছে তাঁরা নৌকা আর দাঁড় করাতে পারছে না। প্রিয়াঙ্কা ও রাহুল গান্ধী পর্যটকদের মতো রাজনীতি করেন, বলেও এদিন তোপ দাগেন ওপি চৌধুরি। শুধু তাই নয় অর্থমন্ত্রী ওপি চৌধুরী আরও বলেছেন যে রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক পর্যটনের জন্য ছত্তিশগড়ে আসেন।

তারা ছত্তিশগড়কে নিজেদের এটিএম বানিয়ে লুট করেছে। জনগণ গান্ধী পরিবারের রাজনীতি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

বিজেপির রাজ্য কার্য্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, ওইদিন দুপুর ১২টায় ডোঙ্গারগাঁও থেকে নয় কিলোমিটার দূরে কুমারদার কাছে অবস্থিত সাগর গ্রামে যোগীর জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।

দুপুর ২.৩০টায় ডোঙ্গারগাঁও শহর থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে মোহাদেতে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় মহাসচিব প্রিয়াঙ্কার সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২১ এপ্রিল প্রচণ্ড গরমে এত ভিড় কীভাবে সামলানো যায় সেটা দুটো দলের কাছেই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোদী সরকারের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হল এসসি, এসটি ও ওবিসি পরিবার : প্রধানমন্ত্রী

চিক্কাবাল্লাপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মোদী সরকারের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হল এসসি, এসটি ও ওবিসি পরিবার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আগের সরকারগুলিতে এসসি, এসটি এবং ওবিসি পরিবারগুলিকে ঝুপড়িতে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের বিদ্যুৎ এবং জলের প্রাপ্যতা ছিল না। তারা সরকার থেকে সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল। মোদীর গ্যারান্টির কারণে মোদী সরকারের প্রতি আপনাদের হারানো বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে।' শনিবার কর্ণাটকের চিক্কাবাল্লাপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কর্ণাটকে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা আমাদের অগ্রাধিকার। গত ১০ বছরে কর্ণাটকে জাতীয় সড়কের সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৪৯ হয়েছে! এছাড়াও, এই অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এনডিএ সরকার সমবায় আন্দোলনের পরিধি বাড়াচ্ছে। এছাড়াও, আমরা সারা বিশ্বের বাজারে বাজরা নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এই পদক্ষেপটি চিক্কাবাল্লাপুর এবং কোলারের কৃষকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে... এটি আমাদের কৃষকদের তাদের জন্য আয়-উৎপাদনের সুযোগ বাড়িয়ে ক্ষমতায়ন করবে।' মোদী বলেছেন, 'প্রথম পর্যায়ের ভোটে উৎসাহ বেড়েছে দেশে এবং আমি এখানেও এই উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে এনডিএ ও বিকশিত ভারত-এর পক্ষে।'

গরমে তাঁর সভা শুনতে আসার জন্য জনতাকে ধন্যবাদ মমতার

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): প্রবল তাপে যেখানে গোটা রাজ্যবাসীর প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, সেখানে মালদহ দক্ষিণে নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, গরমে আপনারা আমার সভায় এসেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "ওদের বড় সাহস! বলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। মনে রাখবেন সাহস ভাল কিন্তু দুঃসাহস ভাল নয়। "মমতা বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না, ইডি-সিবিআইকে নিয়ে ভয় পাবেন না। বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় আসছে না। বিজেপির বিরুদ্ধে যদি কোনও দল কাজ করে, তবে সেটা কংগ্রস বা সিপিএম নয়। সেটা তৃণমূল।

শনিবার মালদহ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে গাজলের কলেজ মাঠে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভার পরে, দুপুরে মালদহ দক্ষিণের দলীয় প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মানিকচকের এনায়েতপুরে আর একটি জনসভায় গিয়ে যোগ দেন তৃণমূল নেত্রী। রবিবার বালুরঘাট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লবের সমর্থনে বালুরঘাটে জনসভা করার কথা তাঁর। সোমবার চাকুলিয়া ও করণদিঘিতে জনসভা করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

নদিয়ার কালীগঞ্জে সোনার দোকানে বিস্ফোরণ

নদিয়া, ২০ এপ্রিল, (হি.স.): শনিবার সকালে কালীগঞ্জ থানা এলাকায়। এক বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। উড়ে যায় বন্ধ থাকা গয়নার দোকানের শাটার। ঝলসে যান মালিক। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের বেশ কয়েকটি দোকান এবং বাড়ি।

সূত্রে খবর, দেবগ্রামের বাসিন্দারা আচমকা বিকট শব্দে চমকে ওঠেন। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় সোনার দোকান থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে রয়েছে তার শাটার। বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে গিয়েছে দোকানঘরের ছাউনি। ধোঁয়ায় ঢেকে রয়েছে দোকানঘর। স্থানীয়েরা দোকানের ভিতরে গিয়ে দেখেন কার্যত ঝলসানো অবস্থায় পড়ে রয়েছেন দোকানমালিক শহিদুল শেখ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই ব্যক্তি। যদিও বিস্ফোরণের নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানা যায়নি। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেবগ্রাম বাসস্ট্যান্ডের কাছে শহিদুলের দোকান। মূলত গয়না পালিশের কাজ হয় সেখানে। রাতে দোকানেই থাকতেন শহিদুল। ভোরে হঠাৎই বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপের চেহারা নেয় দোকানঘরটি।

দোকানমালিক গুরুতর জখম হয়েছেন। আশপাশের আরও আটটি দোকান এবং বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানাচ্ছে পুলিশ। তবে কী ভাবে এই বিস্ফোরণ হল, তা জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, দোকানঘরে থাকা সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে।

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সৌরভ ভরদ্বাজের, বললেন কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে ফের একবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, এবার গুরুতর অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা তথা দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। শনিবার দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ অভিযোগ করেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে!

সৌরভ বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০-২২ বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন। তিনি ১২ বছর ধরে ইনসুলিন নিচ্ছেন। একজন রোগী একবার ইনসুলিন নিলে তার সুগার শুধুমাত্র ইনসুলিন দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দিল্লিতে প্রতিটি পরিবারে একজন ডায়াবেটিক রোগী আছে, লোকেরা এ সম্পর্কে জানেন...সে বলছে আমাকে ইনসুলিন দিন, জেল প্রশাসন কেন ইনসুলিন দিচ্ছে না?...এটা কি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে না? '

ভাতারে বাস দুর্ঘটনায় আহত ২০

পূর্ব বর্ধমান, ২০ এপ্রিল (হি.স.): নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বর্ধমানের ভাতারে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস। জানা গেছে, বাসটি কাটোয়া থেকে বর্ধমান যাচ্ছিল। শনিবার দুপুরে এই দুর্ঘটনায় জখম হয় অন্তত ২০ জন যাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিন ভাতারের কাছে বাসটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলের সামনেই ছিল একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, সেটিতে ধাক্কা লাগলে আরও বড় বিপদ হতে পারত। ঘটনার পরেই স্থানীয়রা হাত লাগান উদ্ধারকাজে। খবর পেতেই আসে পুলিশ। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কীভাবে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কংগ্রেসকে নিশানা অমিত শাহের, রাজস্থানের সব আসনে বিজেপিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান

কোটা, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেস উন্নয়ন-বিরোধী, এই ভাষাতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার রাজস্থানের কোটায় বিজয় সংকল্প মহাসম্মেলনে অমিত শাহ বলেছেন, ২০১৪ ও ২০১৯ সালে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলাম; ৩৭০ ধারা বাতিল, রামমন্দিরের নির্মাণ, সিএএ বাস্তবায়ন করে আমরা তা ব্যবহার করেছি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সমর্থনে এদিন জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'বিড়লা জিকে দেওয়া আপনাদের প্রতিটি ভোট সরাসরি মোদীজির কাছে যাবে। রাজস্থানের ২৫টি আসনেই পদ্ম ফোটাতে হবে।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'প্রথম পর্যায়ে রাজস্থানের ১২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে, যেখানে কংগ্রেস সবকটি আসনেই হারতে চলেছে। কিন্তু এখনও ১৩টি আসন বাকি আছে, আপনাদের যা করতে হবে তা হল কংগ্রেস যেন খাতা খুলতেই না পারে।' অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেস একটি উন্নয়ন বিরোধী দল। রাজস্থানের গেহলট সরকার ইস্টার্ন রাজস্থান ক্যানেল প্রজেক্ট (ইআরসিপি)-কে ৫ বছর এগোতে দেয়নি। রাজ্যে ভজন লাল শর্মার ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠনের পর, মাত্র ৩ মাসের মধ্যে আমরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি এবং ইআরসিপিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করেছি।'

আগামী ২১ এপ্রিল বিহারের কাটিহারে একটি জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

কাটিহার, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২১ এপ্রিল, রবিবার কাটিহারের রাজেন্দ্র স্টেডিয়ামে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবেন। কাটিহারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিহার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে শনিবার কাটিহারে পৌঁছন সমাবেশের প্রস্তুতির খতিয়ে দেখতে। অমিত শাহের কাটিহার সফর প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিহার রাজ্য সহ গোটা দেশে

প্যারিস অলিম্পিক নির্বাচন ট্রায়াল : মনু ভাকের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছে

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মনু ভাকের ডঃ করনি সিং শুটিং রেঞ্জে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল যোগ্যতায় আধিপত্য বিস্তার করে এক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। তিনি ছয় পয়েন্টে বিশ্ব রেকর্ড স্কোরকে ছাড়িয়ে গেছেন। মহিলাদের ফাইনালে মনু পাঁচটি দ্রুত-ফায়ার শটের ১০টি সিরিজে তার স্কোর ছিল ৪,৪,৫, ৫,৫,৫,৪,৫,৫,এবং ৫।

রবিবার ভাগলপুরের ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে

কলকাতা, ২০ এপ্রিল, (হি.স.): সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাগলপুরের ট্রেন চলাচল রবিবার ব্যাহত হবে। শনিবার পূর্ব রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

রেল জানিয়েছে, ভাগলপুর-বাঙ্কা/দুমকা সেকশনে ভাগলপুর এবং টিকনি স্টেশনের মধ্যে এক নম্বর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, রবিবার সাড়ে পাঁচ ঘন্টা (সাড়ে ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত) ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে:

রবিবার বাতিল হয়েছে: ০৩৫৪২/০৩৪৪৯ ভাগলপুর — বাঁকা — ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার। ০৩৪৪১ হাঁসডিহা — ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার। ০৩৪৪৪/০৩৪৪৩ ভাগলপুর --- হাঁসডিহা --- ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার।

যাত্রাপথ কমছে : ০৩৮৪২ ভাগলপুর - গোড্ডা প্যাসেঞ্জার স্পেশালটি হাঁসডিহা থেকে সংক্ষিপ্ত পথের জন্য ছাড়বে। ১৩৩৩৪/ ১৩৩৩৩ পটনা - দুমকা - পটনা এক্সপ্রেস সংক্ষিপ্ত শেষ হবে, যাবে ভাগলপুর পর্যন্ত।

১২৮ বছরের ঐতিহাসিক জাহাজে করে আনা হচ্ছে প্যারিস অলিম্পিকের ফ্লেম

প্যারিস, ২০ এপ্রিল (হি.স.): শুরু হয়ে গেছে প্যারিস অলিম্পিক গেমসের কাউন্টডাউন। অলিম্পিক ফ্লেম আনতে গ্রিসে নোঙ্গর করেছে ফ্রান্সের জাহাজ। ১২৮ বছরের ঐতিহাসিক জাহাজে আনা হবে প্যারিস অলিম্পিকের ফ্লেম। শুরু হয়ে গেছে আনুষ্ঠানিকতা। গ্রিক কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬ এপ্রিল হস্তান্তর করবে এই ফ্লেম। হস্তান্তর করার দুই দিন পর গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের পাইরেয়াস পোর্ট থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করবে ফ্রান্সের মার্শেইর উদ্দেশে। উল্লেখ্য, ১৬ এপ্রিল এথেন্সে জ্বালানো হয়েছে অলিম্পিক-২০২৪"র মশাল। ১৮৯৬ সালে প্রথমবার যখন এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিকের

মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান দখল আরএসএস পরিচালিত বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী ঝরনার

বিশ্বনাথ (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : আজ শনিবার ঘোষিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে বিশ্বনাথ জেলায় গৌরব কেড়ে এনেছে আরএসএস পরিচালিত বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সংবদ্ধ সংগঠন শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমের অধীনস্থ শংকরদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী ঝরনা শইকিয়া। মোট ৫৯০ নম্বর লাভ করে ঝরনা গোটা অসমের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে।

মেধাবী ছাত্রী ঝরনা শইকিয়া অসমিয়া বিষয়ে ৯৮, ইংরেজিতে ১০০, গণিতে ৯৪, সাধারণ বিজ্ঞানে ৯৮, সমাজ বিজ্ঞানে ১০০ এবং ঐচ্ছিক গণিতে ১০০ নম্বর লাভ করেছে। আজ সকালে ফলাফল ঘোষণার পর ঝরনার গৃহ-গ্রাম গড়েহাগি এবং বিশ্বনাথ শংকরদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায়। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, বিহুনৃত্য করে গ্রামের বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা করে তাকে তার বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। এখানে তাকে সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছেন আচার্যকুল, তার সহপাঠী এবং এলাকার উচ্ছ্বসিত নাগরিকবৃন্দ। ঝরনার এই সাফল্যের খবর পেয়ে শংকরদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনে এসে বিশ্বনাথের বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুর, শোণিতপুর লোকসভা আসনে বিজেপি-প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত, সারা অসম ছাত্র সংস্থার বিশ্বনাথ শাখার পদাধিকারীবৃন্দ, বিশ্বনাথ জেলা সাংবাদিক সংস্থা, বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাব, অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদ, সারা অসম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন (আমসু), কোচ রাজবংশী ছাত্র সংস্থা সহ আরও বেশ কয়েকটি সংগঠন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মেধাবী ছাত্রীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গড়েহাগি গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (টমটম চালক) সুরেন্দ্র শইকিয়া এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী জোনালি শইকিয়ার কন্যা ঝরনা শইকিয়ার এই সাফল্যে তার গ্রামের বাসিন্দারাও উচ্ছ্বসিত।

কাঁকুরগাছিতে জখম শিশুর মৃত্যু হাসপাতালে, এলাকায় স্থানীয়দের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : কাঁকুরগাছিতে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে ফুটপাতে গাড়ি উঠে জখম শিশুর মৃত্যু হল হাসপাতালে। শনিবার সকালে এক শিশুর মৃত্যু খবর পাওয়া গিয়েছে। এলাকায় খবর পৌঁছতেই স্থানীয়েরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাস্তার উপর কিছু ক্ষণ তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরে সেখানে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

শুক্রবার বিকেলে কাঁকুরগাছিতে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে মানিকতলা মেন রোড দিয়ে যাচ্ছিল একটি চার চাকার নীল গাড়ি। আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে এবং ফুটপাথে উঠে যায়।

সেই সময় ফুটপাথে খেলা করছিল কয়েক জন শিশু। এই ঘটনায় দুই শিশু-সহ মোট তিন জন জখম হন। শিশু দু'টির অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। তাদের মধ্যে অঙ্কিত সাউ নামের ছ'বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে শনিবার সকালে। এখনও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রিয়া ঘোষ। তার বয়সও ছ'বছর।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

এই গরমে করলা খান, সুস্থ থাকুন

প্রচন্ড গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই গরমে খাবারের প্রতি মানুষের অনিহা দেখা দিতে পারে। তাই খাবারে পরিবর্তন দেখা যায়। তবে আপনি এই গরমে যদি সুস্থ্য থাকতে চান তাহলে আপনার খাবারের প্লেটে রাখুন করলা জাতীয় খাবার। তেতো হলেও অনেকের প্রিয় সবজি করলা। ভাজি বা ভর্তা করলার কদর অনেক। করলা রুচিবর্ধক সবজি। করলার ঔষধি গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। নিয়মিত করলা খেলে রোগবালাই দূরে পালাবে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, এ গরমে স্বস্তি দেবে করলা, শরীর সুস্থ রাখবে।

যেসব কারণে করলা খাবেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: করলায় ভিটামিন এ, সি রয়েছে। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে। সংক্রমণ রুখতে সাহায্য করে। সর্দি, ফ্লু এবং সংক্রমণের মতো অসুস্থতার ঝুঁকি কমায়। সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখে। হার্টের সুস্থতা: করলাতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন সি থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। করলা দিয়ে তৈরি খাবার হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে। শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: করলা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। করলার মধ্যে থাকা রাসায়নিক শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওজন হ্রাস: করলাতে খুব কম ক্যালোরি আর কার্বোহাইড্রেট থাকে। তাই এটি ওজন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ। এতে এমন যৌগ রয়েছে যা চর্বি বিপাককে সাহায্য করতে পারে এবং হজমের উন্নতি করতে পারে। করলা অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত খাবার তাগিদ কমিয়ে দেয়। হজম শক্তি বাড়ায়: করলা পাচনতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতায় সহায়তা করে। এটিতে খাদ্যতালিকাগত ফাইবার রয়েছে, যা নিয়মিত মলত্যাগে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। এনজাইমের নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে বদহজম, ফোলাভাব এবং অন্যান্য হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করতে পারে। হজমের সমস্যা সমাধানে উচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচণ্ড গরমে হিট স্ট্রোক হলে কি করবেন ?

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বইছে প্রচণ্ড গরম। এই গরমে অনেকে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। বলা যায় তীব্র তাপদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত। গরম সইতে না পেরে অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বিশেষ শিক্ষার্থীরা হিট স্ট্রোকে বেশি আক্রান্ত হন। এদিকে হিট অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অফিস। হঠাৎ তাপমাত্রার উর্ধগতি হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। এই সময়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। এর লক্ষণগুলো জেনে নিজে সচেতন থাকতে হবে এবং কাউকে আক্রান্ত হতে দেখলে সহায়তা করতে হবে। চিকিৎসকেরা বলেন, হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে শরীর হাইড্রেট রাখার কোনো বিকল্প নেই। তাপমাত্রা বেশি হলে ঢিলেঢালা এবং হালকা রঙের পোশাক পরে ঘরের বাইরে যেতে হবে। সূর্যের আলো থেকে চোখকে রক্ষা করতে সানগ্লাস ব্যবহার করার। রোদে থাকতে হলে প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। এই রমজানের দিনে সেহরি থেকে ইফতার পর্যন্ত যেহেতু পানি পান করার সুযোগ নেই তাই ইফতারে পানীয় জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। একবারে অনেক খাবার গ্রহণ না করে বার বার অল্প অল্প করে খেতে হবে। এই সময়ের মৌসুমী ফল- তরমুজ, লেবু, বাঙ্গি খেতে পারেন। গাড়ি নিয়ে বের হলে রোদে গাড়ি পার্ক করবেন না। প্রচণ্ড রোদে কাজ করতে হলে বার বার ছায়াযুক্ত স্থানে যেতে হবে এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ে ব্যায়াম সীমিত করতে হবে।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো হচ্ছে :

শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে চলে যাওয়া

তীব্র মাথাব্যথা

প্রচণ্ড তৃষ্ণা

পানিশূন্যতা

দ্রুত হৃদস্পন্দন

শ্বাসকষ্ট

বমি বমি ভাব

প্রলাপ বকা

কথা জড়িয়ে যাওয়া

পেশিতে ব্যথা অনুভব করা

দুর্বলতা ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

প্রচণ্ড গরমেও ঘাম না হওয়া।

কাছের ব্যক্তির করণীয় :

আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছায়াযুক্ত স্থানে নিয়ে যান। পায়ের পাতা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিন। পুরো শরীর পানি ঠান্ডা পানি দিয়ে মুছে দিন। বরফের প্যাক বা ভেজা তোয়ালে দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথা, ঘাড়, বগল এবং কুঁচকি বার বার মুছুন।

কোন রঙের ডিম বেশি পুষ্টিকর, সাদা না বাদামি ?

সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা যে বাদামি ডিমের চেয়ে সাদা ডিমে পুষ্টি বেশি। আসলে কি তাই।

স্বাদ এবং স্বাস্থ্যগুণে মাছ, গোশতকে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র ডিম। শরীরের খেয়াল রাখতে ডিমের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকের যত্নেও ডিম অনবদ্য। বাজারে গেলে অবশ্য দু'রঙা ডিম পাওয়া যায়। সাদা এবং বাদামি। অনেকে মনে করেন, সাদার চেয়ে বাদামি রঙের ডিম বেশি স্বাস্থ্যকর। বাড়ির বড়দেরও অনেক সময় তা বলতে শোনা যায়। বাদামি ডিম অধিক পুষ্টিসম্পন্ন বলেও ধারণা অনেকেরই।

পুষ্টিবিদদের মতে, ডিমের মতো পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই রয়েছে। ডিমে রয়েছে ফসফরাস, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, ক্যালশিয়াম, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, সেলেনিয়ামের মতো উপকারী কয়েকটি উপাদান।

পুষ্টিবিদদের মতে, ডিমের সাদা অংশের তুলনায় কুসুমে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি। কোলেস্টেরল, থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের কুসুম খেতে বারণ করেন চিকিৎসকরা। ডিমের সাদা অংশে কুসুমের তুলনায় প্রোটিনের পরিমাণ কম থাকে।

পেশি শক্তিশালী করতেও ডিমের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়ম করে যারা শরীরচর্চা করেন, তাদের ডিম খাওয়া জরুরি। হাড়ের যত্ন নেয়া থেকে মাংসপেশি সবল রাখা- সবকিছুতেই কার্যকর ডিম। দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চার পরে দুর্বল পেশি সবল করতে ডিম খাওয়া জরুরি। এ ছাড়াও ডিমে থাকা প্রোটিন হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলে। অনেকেই হয়তো জানেন না, ডিম ওজন কমানোর কাজেও সাহায্য করতে পারে। এ ছাড়াও ডিমে থাকা প্রোটিন হজমপ্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলে। হজম ঠিক থাকলে ওজনও থাকবে হাতের মুঠোয়।

তবে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, বাদামি এবং সাদা রঙের ডিমের মধ্যে পুষ্টিগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। অমিল রয়েছে শুধু ডিমের খোলার রঙে। বাজারে বাদামি ডিমের চেয়ে সাদা ডিম বেশি দেখা যায়। এর কারণ বাদামি ডিমের উৎপাদন অত্যধিক খরচসাপেক্ষ। কারণ, যে মুরগি বাদামি ডিম পাড়ে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি। যে ধরনের খাবার তাদের খেতে দেয়া হয়, তার বাজারমূল্যও অনেক বেশি। তাই ডিমের দামও বেশি পড়ে। এ ছাড়া আর কোনো তফাত সত্যিই নেই এই দু'রকমের ডিমের মধ্যে। স্বাদ আলাদা হলেও গুণাবলির দিক থেকে বাদামি আর সাদা রঙের ডিমে কোনো পার্থক্য নেই। সুস্থ থাকতে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন। কোনও অসুবিধা নেই।

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখবে লাউ

গরমে পেট ঠান্ডা রাখতে লাউয়ের জুড়ি মেলা ভার! কিন্তু অনেকেই লাউ খেতে চান না। তাই একঘেয়ে লাউয়ের রান্না না করে এবার বরং কিছু অন্যরকম ট্রাই করুন। যদিও রন্ধন পটিয়সীদের ভালোই জানা যে ঠাকুমা-দিদিমাদের আমলে লাউয়ের কতরকম পদ দিয়ে খাওয়া হত। ঝোলে-ঝালে-অম্বলে।! কালে কালে সেসবের পাঠ হেঁশেল থেকে উঠে গেলেও পুরনো সেই রেসিপিগুলোই কিন্তু ভ্যাপসা গরমে শরীর ঠান্ডা রাখার দাওয়াই হিসেবে কাজ করে। তাই ঝটপট জেনে নিন কিছু রেসিপি।

লাউ কুমড়ো বড়ি ঘন্ট

উপকরণ

১ টি গোটা লাউ কুচি করা

একফালি বড় সাইজের কুমড়ো (ডুমো করে কাটা)

৬-৭ টা ডালের বড়ি

১ চা চামচ রাঁধুনি, জিরে

১ চা চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি

১ চা চামচ হলুদগুঁড়ো

৩-৪ টেবিল চামচ নারকেল কোরা

স্বাদ অনুযায়ী নুন-চিনি

প্রয়োজন অনুযায়ী তেল প্রণালী

কড়ায় তেল গরম করে ডালের বড়িগুলো ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই রাধুনি ও জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিন। এতে কুচি করে কেটে রাখা লাউ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার এতে ডুমো করে কাটা কুমড়ো দিয়ে নুন ও হলুদ দিয়ে ফের নেড়ে ঢেকে দিন। বেশি ঘাটবেন না এতে লাউ-কুমড়ো দুটোই গলে গিয়ে একসা হবে! মিনিট পাঁচেক বাদে ঢাকা তুলে দেখুন জল ছাড়ছে কিনা। চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ফের একবার নেড়ে ঢেকে দিয়ে ঢিমে আঁচে রান্না করুন। নামানোর আগে বড়িভাজা ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে করে ঘন্টর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার উপর থেকে নারকেল কোড়া ছড়িয়ে দিন। ব্যস, তৈরি লাউ-কুমড়োর ঘণ্ট।

ছোলার ডাল দিয়ে লাউ ঘন্ট

উপকরণ

ঘণ্টর মতো কুচো করে কাটা লাউ ভাপিয়ে নেওয়া

১ কাপ সেদ্ধ ছোলার ডাল

২ টেবিল চামচ সাদা তেল

২ টি তেজপাতা

২ টি শুকনোলঙ্কা

১ চা চামচ গোটা জিরা

১ টেবিল চামচ আদা, কাঁচালঙ্কা বাটা

১ চা চামচ হলুদগুঁড়ো

গরমমশলা ১ চাচামচ

স্বাদ মত নুন-চিনি

প্রণালী

একটা পাত্রে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ও জিরে ফোড়ন দিয়ে নিতে হবে। এবার এতে ডাল দিয়ে আদা ও কাঁচালঙ্কা বাটা, হলুদ, নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এতে সামান্য জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এবার লাউ দিয়ে মিশিয়ে নিন। মাখো মাখো হয়ে এলে উপর দিয়ে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

লাউ দিয়ে কলাই ডাল

উপকরণ

১ কাপ কলাই ডাল

১ বাটি লাউ পিস করে কাটা

১ টেবিল চামচ আদা জিরে বাটা

১ চা চামচ জিরে গুঁড়া

২ টেবিল চামচ সাদা তেল

৪ টে কাচা লঙ্কা চেরা

১ চা চামচ হলুদ

স্বাদ অনুযায়ী নুন

প্রণালী

কড়াই বসিয়ে তেল গরম করে ডাল ভালো করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। প্রেসার কুকারে ডাল দিয়ে লাউ, হলুদ পরিমাণমতো নুন দিয়ে ৩ টে সিটি দিয়ে নামান। কড়াইতে ফোড়ন দিয়ে আদা, জিরেবাটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে ডাল দিয়েও কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। হয়ে এলে জিরেগুঁড়ো দিয়ে গ্যাস অফ করে দিতে হবে।

যে উপায়ে মন নিয়ন্ত্রণ করা যায়...

মানুষের জন্য পৃথিবীতে সব চেয়ে কষ্টের কাজ হল মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটা কি আদৌ সম্ভব। অনেকের মতে এক্কেবাই না। মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই তো মনের ওপর জোর দিতে নেই। তার যখন যা খুশি তাই চিন্তা করে। নিয়ন্ত্রণে থাক কিংবা না থাক। মনের কাজ হলো ব্যস্ত থাকা। এবার সেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিভাবে তা দেখে নিন এবং চেস্টা করুন...

মানসিক চাপ, কাজের চাপ, সম্পর্কের চড়াই-উতরাই ইত্যাদি কখনো কখনো মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। নিজেকে তখন হারিয়ে ফেলি আমরা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও তখন মনে হয় ফুরিয়ে যায়।

বলা হয়, শারীরিক রোগের অনেকগুলোই হয় মানসিক রোগের কারণে। এ ছাড়া মন বিক্ষিপ্ত থাকলে কাজকর্ম সব ব্যাহত হয়ে যায়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে আয়ত্তে থাকা অবস্থাও নাগালের বাইরে চলে যায়। আর যা আয়ত্তে নেই, সেটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে পড়ে আরো মুশকিল। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ জরুরি। নিজেকে সফল করার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি বড় হাতিয়ার। লাইফস্টাইল বিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাই জানিয়েছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায়ের কথা। মন বিক্ষিপ্ত থাকলে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন।

১. মেডিটেশন- মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ধ্যান বা মেডিটেশন করা খুব উপকারী একটি বিষয়। যখন নেতিবাচক চিন্তাগুলো মনে আসে তখন মানসিক দৃঢ়তা কমে যায়। এই ধরনের চিন্তা মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। নিয়মিত মেডিটেশনের অভ্যাস মনকে শান্ত করে এবং দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

২. শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম-মন ভীষণ বিক্ষিপ্ত এবং অস্থির থাকলে একে নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে পারেন। এই ব্যায়াম করতে প্রথমে গভীরভাবে শ্বাস নিন। কিছুক্ষণ আটকে রাখুন। এরপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। এভাবে কয়েকবার ধরে করুন। এই ব্যায়াম আপনাকে শিথিল করতে সাহায্য করবে। নেতিবাচক চিন্তা ও আবেগগুলো থামাতে সাহায্য করবে।

৩. চিন্তাকে চিহ্নিত করুন- নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে চিন্তাগুলো আপনাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে, সেগুলো চিহ্নিত করুন। নেতিবাচক চিন্তাগুলো বারবার মনে এলে অকারণেই অস্থির হয়ে উঠবেন। তাই প্রথমে চিন্তার উৎসটা খুঁজে বের করুন। এরপর ভাবনাগুলোকে একেবারে থামিয়ে দিন। ইতিবাচক চিন্তা করা শুরু করুন। ভাবুন আপনার জীবনে ইতিবাচক কী কী দিক রয়েছে। এ ছাড়া ইতিবাচক বিষয়গুলোর একটি তালিকাও তৈরি করতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তাগুলো যখন মাথায় আসবে, তখন ইতিবাচক চিন্তার সেই তালিকাটি দেখুন।

৪. মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যান- যদি আসলেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তবে নেতিবাচক ভাবনাগুলো থেকে মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যান। মন খারাপ হওয়ার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসুন। কোনো কিছু খুব বেশি সমস্যার মনে হলে বা কষ্টদায়ক হলে, কিছু সময়ের জন্য বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। অন্য কোনো কাজে মনোযোগ দিন।

৫. সংগীত থেরাপি- মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সংগীতের চেয়ে ভালো কিছু নেই। মন কষ্টের মধ্যে থাকলে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না মনে হলে প্রিয় কোনো গান শুনুন। ঘরের আলো বন্ধ করে দিন এবং গান শুনুন। এটা চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিথিল হওয়ার মিউজিকও শুনতে পারেন।

৬. মোমের আলোয় তাকান- খুব অস্থির লাগলে এবং কষ্ট লাগলে মোমের আলোর দিকে তাকাতে পারেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আলোকে স্থির মনে না হবে, ততক্ষণ তাকিয়ে থাকুন। এ ছাড়া খুব অস্থির লাগতে থাকলে গোসল করুন। শরীরে পানির পরশ মনকে শান্ত করতে সাহায্য করবে।

৭. পর্যাপ্ত ঘুমান- পর্যাপ্ত ঘুম সব শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধানের একটি অন্যতম উপায়। আপনি যদি না ঘুমান মন আরো বিক্ষিপ্ত হবে। তাই এ সময় অন্তত ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমানো খুব জরুরি।

৮. হাসুন- সব প্রশ্নের খুব ভালো উত্তর হলো হাসি। খুব চাপ মনে হলে কিছু মজার কৌতুক পড়ুন, হাসির ছবি দেখুন বা ভিডিও দেখুন। এই বিষয়গুলো আপনাকে আগের থেকে ভালো বোধ করতে সাহায্য করবে।

ভ্যাপসা গরমে শরীর চাঙ্গা রাখার 'টনিক'

শরীর ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি এনার্জিও জোগাবে এই শরবতগুলো। বাইরে চড়চড়িয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। তীব্র দাবদাহেই অফিস-কাছারি করতে হচ্ছে। কচিকাচাদের স্কুল-কলেজ যেতে হচ্ছে। ভ্যাপসা গরমে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বেলাদুপুরে বাড়ির বাইরে পা রাখাই যাবে না। কিন্তু জরুরী কাজ তো আর ছাড়া যায় না! তাই শরীর চাঙ্গা রাখার 'টনিক' হিসেবে কিছু শরবতের রেসিপি জেনে নিন। এই শরবতগুলো শরীরকে ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি এনার্জিও জোগায়। বানাতেও খুব একটা সময় লাগে না।

ডায়েট শসা শরবত

উপকরণ-

২টি মাঝারি শসা

২৫০ এমএল জল

পরিমাণমতো চিনি

আদা এক টেবিলচামচ

একটি লেবু

প্রণালী-

প্রথমে শসা ধুয়ে কেটে নিন। তারপর লেবুও খোসা ফেলে কাটুন। এবার আসল পর্ব। ব্লেন্ডারে শসা, লেবু, আদা ও চিনি দিয়ে ব্লেন্ড করুন ভালো করে। ছেঁকে ফ্রিজে রেখে দিন কিছুক্ষণ। খাওয়ার সময়ে গ্লাসে বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

মিনি গুর শরবত

উপকরণ- জাগেরি পাউডার বা গুড় পাউডার

৪-৫টি পুদিনা পাতা

এক চিমটি বিট নুন ও জিরেগুঁড়ো

১ কাপ ঠান্ডা জল

প্রণালী-

একটা গ্লাসে জিরেগুঁড়ো নিন। এবার তাতে পুদিনা পাতা দিয়ে স্ম্যাশ করে রস বের করার চেষ্টা করুন। আরেকটি গ্লাসে জল নিয়ে তাতে কয়েকফেঁটা রস আর পুদিনা পাতা দিয়ে ১ টেবিলচামচ জাগেরি পাউডার আর বিট নুন দিয়ে ভালো করে মেশান। বরফ কুচি দিতে ভুলবেন না যেন! ব্যস তৈরি মিনি গুর শরবত

বেলের শরবত

উপকরণ-

১টি বেলের কাথ

৬টেবিল চামচ চিনি

আধ চা-চামচ বিট নুন

পুদিনা পাতা

কয়েকটি বরফ কিউব

১ টেবিল চামচ চাট মশলা

প্রণালী-

কাঁচা বেল নিয়ে প্রথমে পোড়াতে হবে। কাথ বের করার জন্য এবার চামচ দিয়ে পোড়া বেলের শাস কুরে নিন। একটা পাত্রে সেই শাস জল দিয়ে চটকে কাথ বানান। এবার তাতে চিনি,বিট নুন এবং চাটমশলা দিয়ে গুলে নিন ভলো করে। এবার গ্লাসে বরফের কিউব ২/৩টি দিয়ে মিশ্রণটা ঢেলে তাতে ছড়িয়ে দিয়ে পুদিনা পাতা। ব্যস, সাজিয়ে পরিবেশনের করুন পোড়া বেলের শরবত।

সন্তানকে মনোযোগী করে তুলবেন কী ভাবে ?

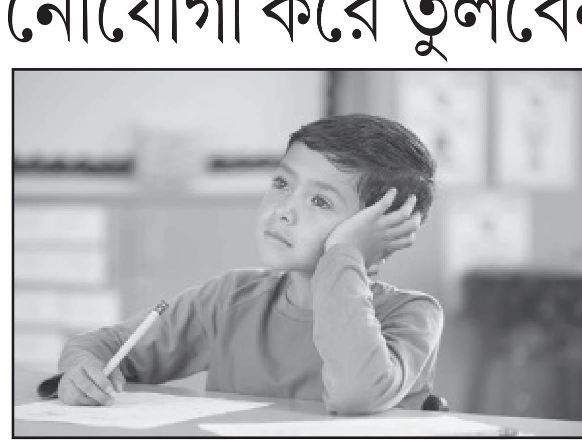

মনঃসংযোগ ছাড়া পড়াশোনা অসম্ভব। কিন্তু, বহু ক্ষেত্রেই সন্তানের অন্যমনস্ক হাবভাব চিন্তায় ফেলে দেয় অভিভাবকদের। মনঃসংযোগের অভাবের প্রতিফলন দেখা যায় পরীক্ষার ফলেও। তা নিয়ে বাবা-মায়েদের চিন্তার শেষ নেই। তবে কিছু উপায় অবলম্বন করলে সন্তানের অন্যমনস্কতা কাটবে সহজেই।

১) সন্তান যখন কোনও কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে সে মনঃসংযোগ হারাচ্ছে, তা লক্ষ করুন।

বুঝে নিন, কোন কাজে সে বেশি আগ্রহী। তার আগ্রহ ও অমনোযোগী হওয়ার ক্ষেত্রগুলো বুঝলে সহজেই তার সমস্যাগুলিও বুঝতে পারবেন। সন্তানের মনঃসংযোগ বাড়াতে কোনও মনোবিদের সাহায্য নিতে হলে আপনার এই নজরদারি কাজে আসবে।

২) সন্তান যখন কোনও জরুরি কাজ বা লেখাপড়ায় ব্যস্ত, তখন তার সামনে বসে টিভি দেখা, গান শোনা অথবা মোবাইল ঘাঁটার অভ্যাস থাকলে তা বন্ধ করুন। মনোবিদদের মতে, এ সব ছোটদের মনঃসংযোগ নষ্ট করে। বরং সে সময় নিজেও কোনও বই পড়ুন অথবা সেলাইফোঁড়াই, লেখালিখি করুন যাতে শিশুর চারপাশে একটি সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে।

৩) অনেক অভিভাবক সন্তানের দুরন্তপনা সামলাতে তার হাতে মোবাইল তুলে দেন। নিজেরাই তাকে মোবাইল ব্যস্ত রাখেন। চিকিৎসকদের মতে, এতে তো ভাল কিছু হয়ই না, বরং এটি শিশুর মস্তিষ্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। মোবাইলে দেখা বাস্তবতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তাদের মস্তিষ্কের কোষগুলি অতি সক্রিয় হয়ে পড়ে, যাতে একটানা কিছুতে মন বসানোর অভ্যাস কমে।

৪) বড় কোনও কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দিন। এতে সন্তানের উপর চাপ পড়বে না, সে সহজেই কাজটি পালন করতে পারবে। দরকারে আপনিও সেই কাজে তাকে সাহায্য করুন। সন্তানকে বাড়ির হালকা কিছু কাজ করতে দিন। তাকে বুঝতে দিন, এই কাজটা তারই, তাকেই করতে হবে। এতে দিনে দিনে কাজের গুরুত্ব বুঝে সে মনোযোগী হয়ে উঠবে।

৩ বছর বয়স থেকে মেয়েদের সতর্ক করার আরজি তথাগতর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস কাউন্সিলরের কন্যা নেহাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনার রেশ মেটেনি। শনিবার বিষয়টি নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। লিখেছেন ৩ বছর বয়স থেকে মেয়েদের সতর্ক করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য শাখার অন্যতম আধিকারিক সায়ন চক্রবর্তী কাঁচের গাড়িতে নেহার মরদেহ ঘিরে কান্নায় ভেঙে পড়া স্বজনদের ছবি-সহ এদিন লিখেছেন, "তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মোঃ ফায়াজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই সে ৩০ সেকেন্ডে নেহাকে ২৪ বার ছুরিকাঘাত করেন। একত্র হও? আমি আমার সমস্ত হিন্দু বোনের কাছে এই জেহাদীর থেকে সচেতন থাকার অনুরোধ করছি।"

এই মন্তব্য যুক্ত করে তথাগতবাবু লিখেছেন,"১৬ বছর বয়সে বললে হিন্দু মেয়েরা শুনবে না। তখন বাবা-মা শুনবেন, 'কিন্তু আমার আব্দুল আলাদা'। তাই ৩ বছর বয়স থেকে আপনার মেয়েদের আবর্জনা স্পর্শ না করার শিক্ষা দিন। জাল নাম সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে।"

প্রসঙ্গত, কর্ণাটকের হুব্বালি ধারওয়াড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নিরঞ্জন হীরেমঠের কন্যা নেহাকে বৃহস্পতিবার একেবারে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ২১ বছরের নেহার এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে এই খুন করার অভিযোগ উঠেছে। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে গোটা দৃশ্য। সেখানে দেখা গিয়েছে বার বার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। এরপর সে এলাকা ছেড়ে পালায়। এই ঘটনাকে 'লাভ জেহাদ' বলে দাবি কন্যাহারা বাবার। অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে হাত শিবির। সব মিলিয়ে ২৩ বছরের নেহা হিরেমথের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে।

ডিএসপি-তে আবারও বিষাক্ত গ্যাস লিক করে দুর্ঘটনা

দুর্গাপুর, ২০ এপ্রিল, (হি.স.) : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় আবারও বিষাক্ত গ্যাস লিক করে দুর্ঘটনা। শনিবার ডিএসপি"র দু"নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসের কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস যা সাধারণত ওপরে উঠে আগুন হয়ে পুড়ে যায়। আচমকা সেই গ্যাস হঠাৎ নীচে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে। শ্রমিকরা হঠাৎ অসুস্থবোধ করায় তাঁদের দ্রুত নিয়ে আসা হয় দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে। ঘটনায় পাঁচ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অসুস্থ হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে তিন জনকে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভরতি করা হয়েছে বলে জানান দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আইএনটিটি ইউসি নেতা স্নেহাশিস ঘোষ। সুনীল হাজরা এবং পরিমল মণ্ডল নামের দুই স্থায়ী শ্রমিক ছাড়াও নুর আলম জামাদার, বিকাশ কাবাড়ি এবং টোটন খাওয়াল নামের তিন জন ঠিকাকর্মী কার্বন মনোক্সাইডের জেরে অসুস্থ হয়ে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

নিখোঁজ জনতা ভবনের কর্মচারী, দিশপুর থানায় মিসিং ডায়েরি

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : নিখোঁজ হয়ে গেছেন রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কার্যালয় জনতা ভবনের জনৈক কর্মচারী। ঘটনা সম্পর্কে দিশপুর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে।

থানায় দায়েরকৃত এফআইআর অনুযায়ী গুয়াহাটির জনতা ভবনে চৌকিদার হিসাবে কর্মরত ফখরুদ্দিন আহমেদ গত ১৮ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ। ওইদিন তিনি জনতা ভবনে কাজেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর তিনি ঘরে ফেরেননি। তাই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিখোঁজ ফখরুদ্দিন আহমেদকে অক্ষত অবস্থায় সশরীরে উদ্ধার করতে পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

ইউপি বোর্ড পরীক্ষা ফল ঘোষণা, দশম ও দ্বাদশে পাসের হার নজরকাড়া

লখনউ, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ শনিবার ২০২৪ সালের ম্যাট্রিক (দশম শ্রেণী) এবং ইন্টারমিডিয়েট (দ্বাদশ শ্রেণী) বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৮৯.৫ শতাংশ, ইন্টারমিডিয়েটে পাসের শতাংশ ৮২.৬০ শতাংশ। প্রাচি নিগম ৯৮.৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে হাইস্কুল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এবং শুভম বর্মা ৯৭.৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় শীর্ষে হয়েছে। প্রথম স্থানাধিকারী দু"জনই উত্তর প্রদেশের সীতাপুরের বাসিন্দা।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্য ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করা : প্রধানমন্ত্রী

পারভানি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হল ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করা। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মাত্র ১০ বছরেই ভারত উন্নয়নের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। শনিবার মহারাষ্ট্রের পারভানিতে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জনতার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনাদের সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমি "বিকাশ"-এর মাধ্যমে শোধ করব। ২০২৪ সালের নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার গঠনের জন্য নয়, এই নির্বাচনের লক্ষ্য ভারতকে উন্নত করা।' মোদী বলেছেন, 'আমি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেছি এবং দরিদ্রদের বেদনা বুঝতে পারি। আপনাদের স্বপ্নই আমার স্বপ্ন।

কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট থেকে সাবধান থাকবেন। কংগ্রেস এমন একটি লতা, যার শিকড়ও নেই, জমিও নেই, যে কংগ্রেসকে সমর্থন করে তাকেও শুকিয়ে দেয়।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'বিজেপি আগামী ৫ বছরের জন্য নিজেদের সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে। এই সংকল্প পত্র হল মোদীর গ্যারান্টি কার্ড। আমরা দরিদ্রদের জন্য ৩ কোটি নতুন বাড়ি করার গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় ৭০ বছরের বেশি বয়সীরা উপকৃত হবেন। আমরা সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করব এবং ভারতকে একটি বিকশিত ও স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলব।'

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দেশভাগের জন্য দায়ী ছিল কংগ্রেস। কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী ছিল কংগ্রেস। ৩৭০ ধারার অজুহাতে কাশ্মীরে সংবিধান কার্যকর হতে দেয়নি কংগ্রেস! কংগ্রেস দলিতদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। কংগ্রেস কখনই মহারাষ্ট্র ও মারাঠওয়াড়ার উন্নয়ন হতে দেয়নি।'

কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা, হাত ছেড়েই বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রিয়াঙ্কা ঘনিষ্ঠ তাজিন্দর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ভোটের আবহে কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তাজিন্দর সিং বিট্টু। হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বিট্টু, তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত। শনিবার আচমকাই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার দিনই বিজেপিতে যোগদান করেছেন বিট্টু। শনিবার সকালে দিল্লিতে বিজেপি কার্যালয়েও তাঁকে দেখা যায়, সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জয়বীর শেরগিল। এরপরই দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগদান করেন তিনি। বিজেপিতে যোগদানের পর তাজিন্দর সিং বিট্টু বলেছেন, 'আমি প্রায় ৩৫ বছর ধরে কংগ্রেস দলে কাটিয়েছি এবং এখন আমি অনুভব করছি কংগ্রেস পার্টি মূল বিষয়গুলি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আমি কারও বিরুদ্ধে কথা বলতে চাই না। পঞ্জাবের উন্নতির জন্য, আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।'

কংগ্রেস সর্বদাই দরিদ্র, দলিত ও কৃষকদের উন্নয়নের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নান্দেদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। শনিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেদে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস সর্বদাই দরিদ্র, দলিত, বঞ্চিত, শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নয়নের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এনডিএ সরকার দরিদ্রদের জন্য কোনও কাজ করলে কংগ্রেস তা নিয়ে মজা করে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে মহারাষ্ট্র এবং বিশেষ করে বিদর্ভ ও মারাঠওয়াড়ার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে কাজ করেছে। কংগ্রেসের মনোভাবের কারণেই এখানকার কৃষকরা দরিদ্র হয়ে গেলেন, শিল্প-কারখানার সম্ভাবনা হারিয়ে যেতে লাগল, লক্ষ লক্ষ যুবককে অন্যত্র চলে যেতে হল।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের সরকারই দেশভাগের পীড়িতদের জন্য সিএএ এনেছে। সিএএ না থাকলে আমাদের শিখ ভাই ও বোনদের কী হতো? তাঁদের অপরাধই বা কি? কিন্তু কংগ্রেস এরও বিরোধিতা করছে। মনে হচ্ছে কংগ্রেস এখনও শিখদের কাছ থেকে ১৯৮৪ সালের প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, তা প্রদানও করি। মোদীর গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূরণের নিশ্চয়তা। মোদী কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং তা হয়েছে। মোদী "তিন তালাক" বন্ধ করার গ্যারান্টি দিয়েছিল, এবং তাও হয়েছে। মোদী ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও মজবুত করার নিশ্চয়তা দিয়েছিল, এবং তাও হচ্ছে। এখন মোদী গ্যারান্টি দিচ্ছে, ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে...এবং তা হবেই।'

গাজিয়াবাদে গুদামে ভয়াবহ আগুন; ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর, হাপুরেও অগ্নিকাণ্ড

গাজিয়াবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি গুদামে। শনিবার ভোররাতে গাজিয়াবাদের খোদা এলাকায় অবস্থিত একটি গুদামে আগুন লাগে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের।

দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, 'আমরা শনিবার ভোরে খবর পাই, খোদা কলোনির একটি গুদামঘরে আগুন লেগেছে। তাৎক্ষণিকভাবে বৈশালী ফায়ার স্টেশন থেকে তিনটি ফায়ার ব্রিগেড, সাহিবাদ স্টেশন থেকে দু"টি এবং কোতোয়ালি স্টেশন থেকে তিনটি দমকল টিম ঘটনাস্থলে যায়। নয়ডা সেক্টর ৫৮ স্টেশন থেকেও একটি ফায়ার ব্রিগেড টিমকে আগুন নেভানোর জন্য ডাকা হয়েছিল। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।'

এদিকে, শনিবারই ভয়াবহ আগুন লাগে উত্তর প্রদেশের হাপুরের একটি পোশাকের শোরুমে। ওই শোরুমের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। দমকল কর্মীরা পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। উভয় অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর পরিমানে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভারত সফর পিছিয়ে দিলেন এলন মাস্ক, জানালেন টেসলার বাধ্যবাধকতার জন্য এই সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ভারত সফর পিছিয়ে দিলেন মার্কিন ধনকুবের তথা টেসলা ও স্পেসেক্সের মালিক শিল্পপতি এলন মাস্ক। শনিবার তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, টেসলার বাধ্যবাধকতাগুলির জন্য ভারত সফর বিলম্বিত করা প্রয়োজন, কিন্তু আমি এই বছরের শেষের দিকে সফরের জন্য মুখিয়ে আছি।'

এপ্রিলের ২১-২২ তারিখ তাঁর ভারত সফরে আসার কথা ছিল। মার্কিন ধনকুবের তথা টেসলা ও স্পেসেক্সের মালিক শিল্পপতি এলন মাস্কের এই সফর ঘিরে ছিল বাণিজ্যমহলের নজর। তবে, ভারতে আসার ঠিক আগে এলন মাস্ক জানিয়েছেন, তিনি এখন আসছেন না। তবে বছরের শেষের দিকে তিনি ভারত সফর করবেন বলে জানিয়েছেন। শোনা যাচ্ছিল, ২২ এপ্রিল এলন মাস্ক ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে তা আপাতত হচ্ছে না।

ফের সন্দেশখালিতে সিবিআইয়ের দুটি দল

উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-র দুটি দল সন্দেশখালি যায়। দুই দিকে যায় দলদুটি। একটি দল থানার উদ্দেশে রওনা হয়। অন্য দলটি যায় সুন্দরীখালি এলাকায়।

ধামাখালির দিকে দেখা যায় সিবিআইয়ের একটি দলকে। সূত্রের খবর, ওই দলটি যায় থানায়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তভার সিবিআই নেওয়ার পর বেশ কয়েক বার থানায় এসেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারী আধিকারিকেরা। শনিবারও তদন্তের প্রয়োজনেই সেখানে যান বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, নতুন করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই কারণেই শনিবারের সন্দেশখালি অভিযান সিবিআইয়ের। অন্য একটি দল আবার সন্দেশখালির সুন্দরীখালি এলাকায় যায়। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তে এর আগে ওই এলাকায় সিবিআই গিয়েছে বলে শোনা যায়নি।

সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এই সূত্র ধরেই সুন্দরীখালিতে অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। একটি সূত্রের খবর, জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এ বার।

প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপরে হামলার ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। অন্য দিকে, সন্দেশখালি এবং ন্যাজাট থানায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে শাহজাহান শেখ ছাড়া নাম ছিল শিবু হাজরা এবং অন্যদের।

উত্তর প্রদেশের উন্নাওতে জমিতে ফসল তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কৃষকের

উন্নাও, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের উন্নাও শহরে জমিতে ফসল তুলতে গিয়ে কৃষকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির কারণে প্রতিদিনই ঘটছে এমন দুর্ঘটনা। গত এক সপ্তাহের পরিসংখ্যান দেখলে জানা যাবে যে হাই টেনশন লাইন থেকে স্ফুলিঙ্গ পড়ার কারণে শত শত একর গমের ফসল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে শনিবার মাঠে গম কাটতে আসা এক কৃষক বিদ্যুতের তারে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয়। ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আশিওয়ান থানা এলাকার মুন্নুখেদা গ্রামের বাসিন্দা দিনেশ সিং (৬৫) মতলবপুর গ্রামের মাঠে গম কাটতে এসেছিলেন। আচমকাই বৈদ্যুতিত তার থেকে শক লাগে কৃষকের। ফতেপুর ৮৪ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কৃষকের মৃত্যুর পর গ্রামবাসীর মধ্যে বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনবারের কংগ্রেস বিধায়ক হরি বল্লভ শুক্লা

ভোপাল, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে বড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। এখানকারের তিনবারের বিধায়ক হরি বল্লভ শুক্লা শনিবার ভোপালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সামনেই বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন শুক্লা। ওঁনার ছেলে জেলা কংগ্রেস সহ-সভাপতি অলোক শুক্লাও কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন।

কংগ্রেস দলের অনেকের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে বিজেপির নরোত্তম মিশ্র বলেছেন, কংগ্রেস দলের ভাঙার সময় এসে

অসমে মাধ্যমিকের ফল ঘোষিত, পাশের হার ৭৭.৩ শতাংশ, মেধা তালিকার প্রথম পাঁচে পাঁচ

- শতাংশের হারে ছেলে ও মেয়েদের টেক্কা তৃতীয় লিঙ্গের

- ৭৭.৩ শতাংশ ছেলে, ৭৪.৪ শতাংশ মেয়ে এবং তৃতীয় লিঙ্গের হার ৮০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : প্রকাশিত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড অব আসাম) সংক্ষেপে 'সেবা' পরিচালিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি আনুযায়ী আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় সেবা-র দশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী পাশের হার ৭৭.৩ শতাংশ।

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতাংশের হারে ছেলে ও মেয়েদের টেক্কা দিয়েছে তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা। সে হিসেবা ৭৭.৩ শতাংশ ছেলে, ৭৪.৪ শতাংশ মেয়ে এবং তৃতীয় লিঙ্গের হার ৮০ শতাংশ।৪,১৯,০৭৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩,১৭,৩১৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১,৮৭,৯০৪, ছাত্রী ২,৩১,১৬৪ এবং তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী ছিল ১০ জন। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ডিসটিংশন মার্ক পেয়েছে ৬,৩৯২ জন, স্টার মার্ক পেয়েছে ২০,৫৫২ জন এবং লেটার মার্ক পেয়েছে ১,৯৩,১৫৯ জন ছাত্রছাত্রী। এছাড়া প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ১,০৫,৮৭৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে ১,৫০,৭৬৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৬০,৬৮০ জন।মেধা তালিকার শীর্ষ পাঁচ ছাত্রছাত্রীরা যথাক্রমে ৫৯৩ নম্বর অর্জন করে যোরহাটের প্রজ্ঞা অ্যাকাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অনুরাগ দলই, ৫৯০ নম্বর লাভ করে বিশ্বনাথ চারিআলির শংকরদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী ঝরনা শইকিয়া, ৫৮৮ নম্বর লাভ করে মাজুলির কমলাবাড়িতে অবস্থিত আইল্যান্ড অ্যাকাডেমির মানস প্রতিম শইকিয়া, ৫৮৮ নম্বর লাভ করে বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরুপেটার স্টেলা মারিজ স্কুলের বেদান্ত চৌধুর এবং ৫৮৮ নম্বর অর্জন করে নগাঁওয়ের রামানুজন সিনিওর সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী দেবশ্রী কাশ্যপ।

সেরা প্রদর্শনকারী জেলাগুলির মধ্যে চিরাঙে পাশের হার ৯১.০২ শতাংশ, তার পর নলবাড়িতে ৮৮.০১ এবং বাক্সায় ৮৬.০৯ শতাংশ। অন্যদিকে ওদালগুড়ি জেলায় পাশের হার সর্বনিম্ন, ৬০.৯ শতাংশ।

প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী জেনারেল ক্যাটাগরির ৭৬.০৬ শতাংশ, অন্যান্য পশ্চাদপদ ৭৬.০৬, সংখ্যালঘু পশ্চাদপদ ৭৫.০১, তফশিলি জাতি ৭০.০৩, তফশিলি জনজাতি (পার্বত্য) ৭৮.০৯, তফশিলি জনজাতি (সমতল) ৭৯.০১ এবং চা বাগানের ৫১.০৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি শিক্ষাবর্ষে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে স্থিতিশীলতা নেই। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৮ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৪ ডলার প্রতি ব্যারেল। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, শেষ ব্যবসায়িক দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ০.১৮ বা ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৭.২৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.৪১ ডলার বা ০.৫০ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৩.১৪ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

নওদায় বিক্ষোভের মুখে অধীর চৌধুরী, শুনতে হল গোব্যাক স্লোগান

বহরমপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): আবারও বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শনিবার তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুনতে হয় 'গো ব্যাক' স্লোগান। ঘটনাস্থল নওদা। কংগ্রেসের অভিযোগ, ভয় পেয়ে এই কাণ্ড করছে তৃণমূল।

শনিবার নওদা বিধানসভার দমদমা শ্যামনগর থেকে পায়ে হেঁটে প্রচার শুরু করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেখানেই ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান ওরফে হাবিব মাস্টারের নেতৃত্বে অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। হাবিব মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খানের ভাগ্নে। অধীরের গাড়ি ঘিরে যখন বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল, পাল্টা স্লোগান তোলেন কংগ্রেসের কর্মীরা। উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো হিমশিম খায় পুলিশ।

কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা, এবার হাত ছাড়লেন প্রিয়াঙ্কা ঘনিষ্ঠ তাজিন্দর সিং বিট্টু

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ভোটের আবহে কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তাজিন্দর সিং বিট্টু। হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বিট্টু, তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত।

শনিবার আচমকাই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, বিট্টু এবার বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন। শনিবার বিজেপি কার্যালয়েও তাঁকে দেখা গিয়েছে, সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জয়বীর শেরগিল।

আইএসএল সেমিফাইনাল : মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ঠিক হয়ে গেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): আইএসএল সেমিফাইনালে মোহনবাগান কার সঙ্গে খেলবে তা ঠিক হয়ে গেল। তারা খেলবে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। গতকাল রাতে প্লে-অফে ওড়িশা কেরল ব্লাস্টার্স-এর কাছে ৮৬ মিনিট পিছিয়ে থেকেও ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে নিল।

প্রথম লেগ ২৩ এপ্রিল, ভুবনেশ্বরে গিয়ে খেলবে মোহনবাগান। আর ওড়িশার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে মোহনবাগান খেলবে ২৮ এপ্রিল। উল্লেখ্য, এবার আইএসএলে মোহনবাগান জিততে পারেনি ওড়িশার বিরুদ্ধে। দুই পর্বের ম্যাচই অমীমাংসিত থেকেছে।

ভোট প্রচারের জন্য জামিন চাইলেন সিসোদিয়া, আপত্তি জানাল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিনের আবেদন জানালেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা মনীশ সিসোদিয়া। যদিও তাঁর এই আবেদনে আপত্তি জানিয়েছে সিবিআই। সিসোদিয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি হবে আগামী ৩০ এপ্রিল। মনীশ সিসোদিয়া শনিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন চেয়েছেন।

মনীশ সিসোদিয়ার নিয়মিত জামিনের আবেদনের বিরোধিতা ও আপত্তি জানিয়েছে সিবিআই। সিবিআই আদালতে বলে, তাঁকে জামিন দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাঁকে এই মামলার মাস্টারমাইন্ড হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দিল্লির আবগারি নীতি সম্পর্কিত সিবিআই এবং ইডি-র মামলায় নিয়মিত জামিন চেয়ে মনীশ সিসোদিয়ার জামিনের আবেদনের ওপর রায়দান সংরক্ষিত রেখেছে আদালত। আগামী ৩০ এপ্রিল এ বিষয়ে শুনানি হবে।

ভোটে জিতলেই বাতিল হবে অগ্নিপথ প্রকল্প, আরও একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি রাহুলের

ভাগলপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, ভোটে জিতলেই বাতিল হবে অগ্নিপথ প্রকল্প, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতনও দ্বিগুণ করা হবে। রাহুল এদিন বিহারের ভাগলপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অগ্নিবীর প্রকল্প বাতিল করব। ভারতে দুই ধরনের শহীদের দরকার নেই। প্রত্যেকের পেনশন পাওয়া উচিত, আমরা জিএসটি পরিবর্তন করব। একটাই ট্যাক্স থাকবে, ন্যূনতম ট্যাক্স। আমরা আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ করব।'

রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, 'বিজেপির লোকজন বলছে, তাঁরা এতগুলি অথবা অনেকগুলি আসন পাবে, আমাকে এটি পরিষ্কার করতে দিন, তাঁরা (বিজেপি) ১৫০-এর বেশি আসন পাবে না। এমনকি ১৫০-এর বেশি একটি আসনও নয়।'

ওড়িশায় নৌকাডুবি : শোকপ্রকাশ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর, যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ

রায়পুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই ওডিশার ঝাড়সাগুড়ার মহানদী নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। এই দুর্ঘটনায় নৌকাডুবে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি রায়গড় জেলা প্রশাসনকে ঝাড়সুগুড়া প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

শুক্রবার গভীর রাতে সাই বলেন, ওডিশার ঝাড়সুগুড়া জেলার শারদা গ্রামের কাছে পাথর সেনি মন্দিরে অবস্থিত মহানদীতে নৌকাডুবির কারণে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে স্বস্তিদায়ক বিষয় এটাই যে এই দুর্ঘটনায় ৪৫ জন নৌকাযাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনও একজন যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

রামনবমী শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত চাঁপাদানী, কুড়ি হাজারেরও বেশি রাম ভক্তের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা

হুগলি, ২০ এপ্রিল (হি. স.): প্রতি বছরের মতো এ বছরও হুগলি জেলার চাঁপাদানী শহর রবিবার সন্ধ্যায় প্রস্তাবিত রাম নবমীর মহা শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত। শনিবার সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরো চাঁপাদানী ও অঙ্গস এলাকা ছেয়ে গেছে গেরুয়া পতাকায়। স্থানীয় সূত্রের মতে, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট চাঁপাদানীতে আয়োজিত রাম নবমী মিছিলের জন্য একটি সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করেছিল, যেখানে রাম নবমী মিছিলের বিষয়ে আয়োজকদের সামনে কিছু শর্ত পেশ করেছিল প্রশাসন। রিষড়-শ্রীরামপুরের রামনবমী মিছিলের আদলে, চাঁপাদানীতেও প্রশাসন শোভাযাত্রায় রাম ভক্তদের সংখ্যা সীমিত করার জন্য আয়োজকদের প্রস্তাব দিয়েছে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী আখড়াগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি আখড়া থেকে সর্বোচ্চ ২০০ জন মিছিলে অংশ নেবেন। এছাড়া তাদের ২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের তালিকাও প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে। ঐতিহ্যগতভাবে, চাঁপাদানীর রাম নবমী শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক রাম ভক্ত অস্ত্রশাস্ত্র সহ অংশগ্রহণ করে। তবে এবার মিছিলে অস্ত্র নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন।

চাঁপাদানী পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র শনিবার হিন্দুস্থান সমাচারের সাথে একটি বিশেষ কথোপকথনে বলেন, চাঁপাদানীতে রাম নবমীর শোভাযাত্রা ধুমধাম করে বের করা হয়। চাঁপাদানী জুড়ে ৩৫টিরও বেশি মন্দিরে ভগবান শ্রী রাম এবং হনুমান জির পূজা অবিরাম চলছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ গিয়ে পুজোর পাশাপাশি পরিদর্শনও করেন। তিনি আরও বলেন, রামনবমীর মিছিলে হিংসা ছড়াতে জনগণকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। সকল কাউন্সিলরদের নিজ নিজ এলাকায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আমাদের সবার একটাই উদ্দেশ্য,প্রতি বছরের মতো এ বছরও চাঁপাদানীতে রাম নবমীর শোভাযাত্রা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হোক এবং এলাকায় পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক। মিশ্র বলেন, তিনি আর চান না যে কেউ অস্ত্র নিয়ে রাম নবমী মিছিল বা মহরম মিছিলে অংশগ্রহন করুক। তবে রবিবার সন্ধ্যায় চাঁপাদানীতে মিছিলে প্রশাসনের নির্দেশ কতটা মানা হয় তা দেখার বিষয়।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

চাঁপাদানীতে সাফাই কর্মীদের পা ধুয়ে আশীর্বাদ নিলেন বিজেপি প্রার্থী

হুগলি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : নরেন্দ্র মোদীর সৈনিক ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কবির শঙ্কর বোস শনিবার শ্রীরামপুরে প্রচারে এসেছিলেন। এদিন তিনি সাফাই কর্মীদের পা ধুয়ে তাদের থেকে আশীর্বাদ নিলেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের চাঁপাদানী এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন কবির। এসময় তিনি কয়েকজন মহিলাকে রাস্তা পরিষ্কার করতে দেখেন। বিজেপি প্রার্থী সেখানে পৌঁছে সেই সাফাই কর্মীদের পা ধুয়ে সম্মান জানান। এ প্রসঙ্গে কবির বলেন, চাঁপাদানীতে নির্বাচনী প্রচারণার সময় সাফাই কর্মী এই মা-বোনদের সঙ্গে দেখা করেছি। আমাদের মা যেমন আমাদের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, তেমনি এই পরিচ্ছন্নতাকারী মা-বোনেরা আমাদের সমাজ ও আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। তাই তাদের কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার পা ধুয়ে আশীর্বাদ নিলাম। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূলের ভোট যেন কাটতে না আসে, শর্তসাপেক্ষে কংগ্রেসের পাশে থাকার বার্তা মমতার

মালদা, ২০ এপ্রিল, (হি.স.): “কংগ্রেস যেখানে যেখানে লড়াই করছে ভাল করে লড়াই করুক, পুরো মদত দেব। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটতে আসবে না।” শনিবার মানিকচকের এনায়েৎপুরে মালদা দক্ষিণের প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের প্রচারমঞ্চে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “একটাই নেতা থাকবে দেশে। আর তিনি বাকি দেশটাকে জেলখানায় পরিণত করবেন। আপনারা কি তাই চান? তা হলে দেশটাকে বাঁচান। মালদহের মঞ্চে বললেন মমতা।”

মমতা বলেন, “বিজেপিকে ভোট দিলে জানবেন, ওরা আর নির্বাচনই হতে দেবে না। তাই ওদের ভোট দেবেন না।”

মমতা বলেন, “সিআরপিএফ নিয়ে এসে যদি ওরা বলে, তবে কি ভোট দিতে যাবেন না? ভোট অবশ্যই দেবেন। মা-বোনেরা দরকার হলে রান্না পরে করবেন। সকাল সকাল ভোট দিয়ে আসবেন। কারণ ভোটদান পবিত্র কর্তব্য।”

মমতা বললেন, “প্রসূন (বন্দ্যোপাধ্যায়)কে ভোট দিন ও আপনাদের হয়ে সংসদে জোর গলায় কথা বলবে। আপনাদের কাজ করবে।”

বিজেপিকে জুমলাবাজ, কুৎসিত ভান্ডার বলে আক্রমণ মমতার। ছন্দ মিলিয়ে বললেন, “বিজেপির মুখের ভাষা জঘন্য আর সিপিএম তো নগণ্য। আর বাম-কংগ্রেস নিজেরা নিজেদের কাছেই বরেণ্য। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।”

মমতা বলেন, “বিজেপি বলছে ৪০০ পার করবে! কোথায় পাবে এত ভোট? বিজেপি কেরালায় ভোট পাবে না। বিজেপি তামিলনাড়ুতে ভোট পাবে না। গত বার সব ভোট পেয়ে ৩০৩ হয়েছিল। ৪০০ কী করে হবে। ও রকম ওরা বলে’।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জনসভায় বিজেপি-কে প্রশ্ন মমতার

মালদা, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : “কেন ১০০ দিনের কাজ বন্ধ? কেন সংসদে প্রশ্ন তোলেননি? আপনি কোথায় ছিলেন? কংগ্রেস কোথায় ছিল?” শনিবার মালদার গাজোলে মহাবিদ্যালয়ের মাঠে জনসভায় দাঁড়িয়ে এই সব প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর স্থানীয় বিজেপি প্রার্থীর নামোল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “খগেনবাবু, আপনাকে ভোট দিতাম যদি আপনি বাংলার হয়ে আওয়াজ তুলতেন।” মালদা উত্তরের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এদিন প্রচার করেন মমতা। পাশাপাশি এদিন তীব্র গরমে দীর্ঘমেয়াদি ভোট নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলনেত্রী।

তিনি বলেন, ‘কাঠফাটা রোদ। প্রতি বার এই সময়ে ভোট ফেলা হয়। অন্যান্য বার মে মাসের মধ্যে ভোট শেষ হয়ে যায়। এবার জুন অবধি চলবে। কাকে সুবিধা করিয়ে দেওয়ার জন্য? হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মাথাভাঙ্গায় বাইসনের হানা, জখম ৪

মাথাভাঙ্গা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ব্লকে হানা দিল বাইসন। শনিবার সকালে বাইসনের হানায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মাথাভাঙ্গা শহরে। শনিবার সকালে পঞ্চানন মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাইসনটিকে প্রথম নজরে আসে স্থানীয়দের। ভিড় জমতেই সেটি চলে যায় মধ্যবাইশগুড়ি এলাকায়। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর বাইসনটি পৌঁছায় বড় কাউয়ারডারা এলাকায়। আর সেখানেই শুরু করে তাণ্ডব। এদিন বুনোর গুঁতোয় জখম হন মধ্যবাইশগুড়ি এলাকার চার গ্রামবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা বনদফতরের কর্মীরা। সেখানে পৌঁছে প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় বনকর্মীরা বাইসনটিকে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করে। পরে সেটিকে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেন তাঁরা। এদিন বুনোর হামলায় জখমরা হলেন অর্চনা সূত্রধর, ঊষারানী ভদ্র, মল্লিকা বিশ্বাস ও গৌতম বিশ্বাস। তাঁদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। বনদফতরের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুব্রত দাস জানান, “সকাল ৬টা থেকে আমরা বাইসনটির গতিবিধির উপর রাখছিলাম। এরপর প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা হয়। তারপর আর্থ মুভার দিয়ে সেটিক উদ্ধার করে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জখমরা সকলেই সরকারি সাহায্য পাবেন।”

গিয়েছিল ঃ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

সরকারকে এভাবেই খোঁচা দিয়েছেন বিপ্লব।

বিপ্লব এদিন ইন্ডিয়া মঞ্চকেও চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন। গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদে ইন্ডিয়া মঞ্চ তৈরীর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের দাবি ভীষণ হাস্যকর বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কারণ, সিপিএমের নির্বাচনী ইস্তেহারে সেই দাবির মিল খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। বিপ্লবের কথায়, দেশে ইন্ডি জোট ক্ষমতায় আসলে রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র সহ পারমাণবিক অস্ত্র এবং গণবিধ্বংসী অন্যান্য অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূল করবে বলে সিপিএম ইস্তেহারে ঘোষণা দিয়েছে। পাকিস্তান ও চীনকে খুশি করার জন্যই সিপিএম এমন রাষ্ট্রবিরোধী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে, দাবি করেন তিনি।

এদিন শ্রী দেব বলেন , সিপিএমের আমলে বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছিলেন। বহু মানুষ নির্বাচনী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু আজ সেই কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। শুধু তাই নয়, বার্ধ্যক্যে এসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার হাত চিহ্নে ভোট দিয়েছেন। তাঁর জন্য এর চাইতে দুর্ভাগ্যের কিছুই হতে পারে না বলে বিদ্রুপ করেছেন বিপ্লব। তাই তিনি আবেদন জানান, বাম কংগ্রেসীদের ত্রিপুরা থেকে চিরতরে বিদায় দিন। এরই সাথে তাঁর আহ্বান, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

গ্রামীন ব্যাঙ্কে আগুন, আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর পাঠিয়েছেন তাঁরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

করল ব্যবসায়ীরা

● প্রথম পাতার পর

হাওয়াতে কি করে এমন বিপর্যয় হয় তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। শনিবার সারাদিন খোয়াই সহরেও বিদ্যুৎ বিপর্যয় ছিলো। একই সাথে দিনের পর দিন ভুগতে হচ্ছে কল্যাণপুর বাসি কেও। নিগমের এই ধরণের খামখেয়ালিপনায় যার পর নাই অতিষ্ঠ কল্যাণপুর এর সাধারণ নাগরিক। তারা তো অনেক আশা করেছিলেন। কিন্তু সেই আশায় আজ গুঁড়ে বালি। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী অসুস্থ বলে নিজে খোদ নিগমে গিয়ে খবর নিতে পারছেন না। ফোন অফ বলে নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার এর সাথে কোন বার্তালাপ সম্ভব হয় নি।

“পরের বার এলে কাগজ নিয়ে আসবেন” রায়গঞ্জে মোদীর উদ্দেশে অভিষেকের বার্তা

উত্তর দিনাজপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : “হাতজোর করে বলছি, পরের বার এলে কাগজ নিয়ে আসবেন, যে গত তিন বছরে কত টাকা দিয়েছেন। ৩৬ দিন হয়ে গেছে, বিজেপির কোনও নেতা ১০ পয়সার হিসাব দিতে পারেননি।” শনিবার রায়গঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে এ কথা বলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক বলেন, “আবাসের জন্য তিন বছর ধরে আবেদন করেছেন আপনারা। শিলিগুড়িতে মোদী বলেছেন, হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন আবাসের জন্য। প্রধানমন্ত্রী কি কাগজ দেখাতে পেরেছেন, যে আপনাদের থেকে কাগজ চাইছেন? নিজে পারেননি। পারলে দেখান। তিনি শুধুই সাধারণ মানুষকে ভুলপথে চালনা করছেন।’

অভিষেক বলেন, “এনআরসি নিয়ে বিজেপি যখন ধমকাচ্ছিল, তখন এক মাত্র দিদি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও কংগ্রেস নেতা আসেননি। আপনারা ধমকানো বন্ধ করুন। বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ ভাববেন না। গুজরাত ভাববেন না।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ভাববেন না। ২০২১ সালেও একই ভুল করেছিলেন। আপনাদের একটা ভোটেই কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে ফেলে নতুন সরকার বসাতে পারে। আপনার একটা ভোটে অনেক দাম। ”

অভিষেকের কথায়, “পাঁচ বছরের গদ্দারির জবাব দিন। জনজোয়ার যাত্রার সময়ও উত্তর দিনাজপুরে তিন দিন ছিলাম। আপনারা যাঁদের বলেছিলেন, তাঁদের পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড় করিয়েছিলাম। তাঁরা জিতেছেন। এ বার তিন লক্ষ ভোটে কৃষ্ণ কল্যাণীকে জেতাতে হবে।” শুক্রবার হয়েছে প্রথম দফার লোকসভা ভোট। তাতে তৃণমূল প্রার্থীরাই জিতছেন, দাবি অভিষেকের। অভিষেক বলেন, “আমরা থাকতে এনআরসি হবে না। আমরা ভাড়াটে। জনতাই মালিক। তেমন গোটা দেশেই মালিক জনতা। কিড়ায়েদার হ্যায়, য়াতি মকান থোরি হ্যায়, হিন্দুস্তান সভি কা, কিসি কে বাপ কা থোরি হ্যায়।”

অভিষেক বলেন, “ ওঁরা যে ভাষা বোঝে, সেটাই বলুন। আপনারা দল ভাঙার রাজনীতি জানলে, তৃণমূলও জানে। কৃষ্ণ কল্যাণী বিজেপি ছেড়ে আসার পরেই ওঁর বাড়িতে আয়কর দফতরের হানা। দু’দিন ধরে চলেছিল। তা-ও তিনি নত হননি। লড়াই করেছেন। যে নিজের ভালবাসা নিয়ে এঁদের সঙ্গে লড়াই করে, তাঁদের জনতার প্রতিনিধি হওয়া উচিত কি না, আপনারাই বলুন? যাঁদের ক্যামেরায় টাকা নিতে দেখা গেছে, তাঁরা ঘরে বসে রয়েছেন। ২৬ তারিখ এঁদের জবাব দিন। বিজেপিকে শিক্ষা দিন।”

অভিষেক বলেন, “ অন্য যে রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির লড়াই, সেখানে কংগ্রেসের লোক বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এখানে উল্টো গঙ্গা। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন বহু মানুষ।”

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নাটকের যবনিকা, কথিত অপহরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুক্ত ডিমা হাসাওয়ের প্রসেনজিৎ নাইডিং

হাফলং (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কথিত অপহরণ নাটকের যবনিকা পড়েছে। বিজেপি নেতা তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য মনজিৎ নাইডিঙের ছোট ভাই কথিত অপহৃত প্রসেনজিৎ নাইডিংকে মুক্তি দিয়েছে সন্দেহভাজন ইউনাইটেড ডিমাসা লিবারেশন আর্মি সংক্ষেপে ইউডিএলএ জঙ্গিরা।

শুক্রবার রাত ৮-টা নাগাদ লামডিং ও মান্দারডিসার মধ্যবর্তী রিজার্ভ ফরেস্টে জঙ্গিরা নাইডিংকে মুক্ত করে দেয়। এর পর ডিমা হাসাও পুলিশ ওই জঙ্গল থেক প্রসেনজিৎকে উদ্ধার করেছে। আজ শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার এ খবর জানিয়ে বলেন, প্রসেনজিৎ নাইডিংকে কোনও উগ্রপন্থী সংগঠন তার থাইজোয়ারি বাসভবন থেকে বন্দুকের নলের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়নি। সমগ্র অপহরণের চিত্রনাট্য খোদ প্রসেনজিৎ নাইডিং ও তার বন্ধু সাতিলজিৎ নাইডিং তৈরি করেছিল।

পুলিশ সুপার বলেন, ১৬ এপ্রিল প্রসেনজিৎ নাইডিঙের বিয়ে হয়। ১৭ এপ্রিল প্রসেনজিতের থাইজোয়ারির বাড়িতে বিবাহ সম্পর্কিত রীতিনিয়ম চলছিল। রাত ২-টা নাগাদ প্রসেনজিতের বন্ধু সাতিলজিৎ নাইডিং তার মারুতি গাড়ি করে ডিমাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়না দেয়।

তিনি বলেন, ডিমাপুর যাওয়ার পথে নাগাল্যান্ড সীমান্তে তাদের গাড়ি লাহরিজানে পুলিশ তল্লাশি চালায় এবং তাদের কাছ থেকে পুলিশ ফাইনও কাটে যার ভিডিও ফুটেজ ও রসিদ ডিমা হাসাও পুলিশের হাতে এসেছে। প্রসেনজিৎকে উদ্ধারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ এই তথ্য উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার আরও বলেন, গত ১৮ মে পুলিশের কাছে খবর আসে, প্রসেনজিৎ নাইডিং সন্ধানহীন হয়ে গেছে। ওই খবর পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে। তার পর ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায় প্রসেনজিতের বড় ভাই মনজিৎ নাইডিঙের মোবাইলে ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) থেকে হেম্বানন পর্বসা ওরফে এক্সোর ফোন আসে যে প্রসেনজিৎ তাদের চ্যালেঞ্জ জানানোয় তাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং সে এখন তাদের কাছে রয়েছে। তাই এ বিষয়ে পুলিশকে খবর দিলে প্রসেনজিতের ক্ষতি হবে বলে।

এ তথ্য পেয়ে উমরাংসোর এসডিপিও এবং দিয়ুংমুখ থানার ওসি ডিমাপুর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সহযোগিতায় অভিযান শুরু করেন। এতে চাপে পরে সন্দেহভাজন ইউডিএলএ জঙ্গিরা প্রসেনজিৎকে ডিমাপুর রেলস্টেশনে ছেড়ে দেয়। সেখান থেকে ট্রেনে লামডিং ফিরে প্রসেনজিৎ তার দাদাকে ফোন করে এবং তার পর মান্দারডিসা থানার ওসি লামডিং থেকে প্রসেনজিৎকে উদ্ধার করে হাফলং নিয়ে আসে রাত ১২টায়। তার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর প্রসেনজিৎ পুলিশকে জানায়, তার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। তাই সে ডিমা হাসাও জেলা ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইছিল। সাতিলজিৎ নাইডিঙের সঙ্গে মিলে সে এই চিত্রনাট্য তৈরি করেছিল সমস্যা থেকে দূরে থাকতে এবং মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে।

পুলিশ সুপার বলেন, সাতিলজিৎ নাইডিঙের সঙ্গে আগে থেকেই হাম্বানন পর্বসার যোগাযোগ ছিল। তাই প্রসেনজিৎ নাইডিংকে ডিমাপুর নিয়ে যাওয়ার পর তার মুখ হাত চোখ বেঁধে ছবি তুলে তা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করা হয়। এই ছবিতে দেখা যায় প্রসেনজিৎ নাইডিঙের পাশে দুই জঙ্গি, একজনের হাতে একে ৪৭ রাইফেল ও একজনের হাতে পিস্তল, বলেন পুলিশ সুপার। তবে প্রসেনজিৎ নাইডিং ও সাতিলজিৎ নাইডিং যে মারুতি গাড়ি নিয়ে ডিমাপুর গিয়েছিল সেই গাড়ি নাগাল্যান্ডের দয়াপুর থেকে ডিমাপুর পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার করেছে ডিমা হাসাও পুলিশ। তবে অপহরণের যে চিত্রনাট্য তৈরি করেছিল, সেই অপরাধে প্রসেনজিৎ নাইডিঙের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেন পুলিশ সুপার।

ময়ঙ্ক কুমার বলেন, নাগাল্যান্ডে থেকে হাম্বানন পর্বসা একটি জঙ্গি দল তৈরি করার চেষ্টা করছে, তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে ঠিকই, তবে হাম্বানন কেম্প্রাই যদি মূলস্রোতে ফিরে আসতে চায় বা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তা-হলে পুলিশ তাদের স্বাগত জানাবে। আর যদি অপহরণ তোলাবাজি ইত্যাদি অপরাধজনিত কাণ্ড চালিয়ে যায় তা-হলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এসপি ময়ঙ্ক কুমার ডিমা হাসাও জেলার যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান, তারা যাতে কোনও অবস্থায় এ ধরনের রাস্তায় পা না বাড়ান। কারণ এতে ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এ-থেকে দূরে থাকার জন্য যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য এদের এভাবে থাকার সুবিধা করে দিয়ে ব্যবহার করছে। তাই এ ধরনের রাস্তা থেকে ফিরে আসার জন্য বিপথে পরিচালিত যুবকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার। সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ।

পরিনত করেছেঃ মানিক

● প্রথম পাতার পর

পরিণত করছে। বিজেপি সরকার গণতন্ত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। জনগণের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। বিজেপি সরকারের আমলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয় নি।

মানুষ ঃ জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

যুবসমাজকে প্রতারণা করে কৃষকদের সাথে প্রতারণা করে তাদের কৃষি লোন মুকুব করে দেওয়া হবে বলে ক্ষমতায় এসেছিল। তখন বলেছিল দেশের কালোবাজারি মুনাফা ভোগিরা যাদের কালো টাকা বিদেশে সঞ্চিত রয়েছে তা একশ দিনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করে সাধারণ দেশবাসীদের পকেটে এই টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

এদিন তিনি আরো বলেন , দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা মানুষের সাধ্যের মধ্যে রাখা হবে বলে মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিল। তাই তখন মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল প্রত্যেক পরিবারের ব্যাংক একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি হিসেবে রয়ে গেছে তার বাস্তবায়নের দিকে বর্তমান বিজেপি সরকার এগিয়ে আসেনি। দশ বছর পূর্বে এই সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটিও পূরণ করেনি বলে জানান বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে মানুষকে বুঝিয়েছিল ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে এই রাজ্যের প্রভুত উন্নতি সাধন হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতির কোন বাস্তবায়ন ঘটেনি। ২০১৮ তে এই রাজ্যে ভীষণ ডকুমেন্ট রাখা হয়েছিল বলা হয়েছিল তিন বছরের মধ্যে এ রাজ্য মডেল রাজ্যে পরিণত হবে ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও রাজ্যের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। মানুষের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার হরণ করে নেওয়া যখন তখন মানুষকে হুমকি দেওয়া চলছে এই রাজ্য জুড়ে। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ট্রেনে করে ভর্তি ভর্তি মানুষ এমনকি ধর্মনগর থেকে পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে যাদের ভোটাধিকার নেই তারা গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করে এসেছে। এভাবে রাজ্যে একটা প্রহসনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বাসন্তীতে আগুনে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

বাসন্তী, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : বাসন্তীতে আচমকাই আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল তিনটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার ৬ নম্বর সোনাখালি গ্রামে। সইদুল সর্দার, জহিরুল সর্দার ও জনাব সর্দারদরের বাড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাসন্তী থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিভাবে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল। তবে দমকলের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে।

তিন বধূ নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

রেখে নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

র্পবতী সময়ে তিন গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা কুমারঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

পেটালো এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ কর্মীরা সমস্যা সমাধান করতে কাজে লাগে। কিন্তু এলাকাবাসীর দাবি একই সময়ে সবাইকে বিদ্যুৎ পরিষবা দিতে হবে। কিন্তু কর্তব্যরত বিদ্যুৎ কর্মী রামো সাহা তা সম্ভব নয় বলে জানালে উত্তেজিত হয়ে পড়ে তিন যুবক। তারা রামো সাহাকে সাথে সাথে আক্রান্ত রামোকে সহকর্মীরা বিশ্রামগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন।

পালিত গড়িয়া পূজা

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি সার্বজনীনভাবেও বাবা গড়িয়া পূজা হচ্ছে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায়। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল উপজাতীয় অংশের বাড়িঘরে বাবা গড়িয়া পূজিত হচ্ছে। গড়িয়া পূজা সাধ্যমত সবাই বলি দেন। রাজ্যের উপজাতির মধ্যে এই বলি প্রথা আদি অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে। গড়িয়া পূজা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান পুরোহিত চন্তাই ।রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার উজান অভয়নগরে উদ্যোগে সর্বজনীনভাবে বাবা গড়িয়ার পূজা হয়। গড়িয়া পূজা উপলক্ষে উজান অভয়নগরে মেলা বসে।

পূজা কমিটির সম্পাদক জানান গড়িয়া উৎসব কার্যত উপজাতিদের প্রধান উৎসব হলেও রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ গড়িয়া পূজার আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। এবছরও তার তেমন কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

রকির অলরাউন্ড পারফরম্যান্স বিফলে চলমানকে হারিয়ে ফাইনালে ইউ: ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর। হারালো চলমান সংঘকে। রকির চোখ জুড়ানো অর্ধশতক, সঙ্গে উইকেট প্রাপ্তি। আরো দুজনের আঁটোসাঁটো বোলিং সত্বেও চলমান সংঘের অধরা রয়ে গেলো টি-টোয়েন্টি ক্লাব লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন। চার উইকেট এর ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস রানার্স খেতাব পেয়েছিল। শনিবার, এমবিবি স্টেডিয়ামে দুপুর একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করে।

ফার্স ডাউনে ব্যাট করতে নেমে রকির নির্ভরযোগ্য অর্ধশত চলমান সংঘের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করে। সতীর্থরা আরও একটু দারুণভাবে সঙ্গ দিলে মোট স্কোর অনেকটা চ্যালেঞ্জিং হতো। রকি আটত্রিশ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে পঞ্চাশ রান সংগ্রহ করেছিল। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের তেজস্বী জয়সওয়াল ১৫ রানে এবং প্রিন্স রানা ২৫ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া অভিজিৎ সরকার দুটি এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব পেয়েছে একটি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ১৬.৩ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে বিশাল ঘোষের ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। বিশাল ২৪ বল খেলে নটি বাউন্ডারি মেরে ৪৫ রান পায়। চলমানের কৃষ্ণ ধন নমঃ, রকি এবং তন্ময় দাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। তবে মূল্যবান উইকেট প্রাপ্তির সুবাদে প্রিন্স রানা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অরিন্দমের মারকুটে ব্যাটিং জেসিসি নকআউট সংহতি ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন বোলারের দাপট, সঙ্গে অরিন্দমের ব্যাটিং। সব মিলে জয়জয়কার সংহতির। সাত উইকেটে দারুন এক জয় ছিনিয়ে সংহতি টি-টোয়েন্টি ক্লাব ক্রিকেটের ফাইনালে প্রবেশ করেছে। ব্যাটার্সরা প্রত্যাশিত প্রশস্ত ব্যাটে রান সংগ্রহ করতে পারেনি বলে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের সেমিফাইনালে থেকে নকআউট হতে হলো। দুর্দান্ত ৭ উইকেটে জয় ছিনিয়ে সংহতি টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলবে। শনিবার দুপুর একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যিটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভার শেষ হওয়ার ৪ বল বাকি থাকতে জেসিসি ৯৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে হিমাংশু সিংহের ২৬ রান এবং পল্লব দাসের ২৫ রান উল্লেখ করার মতো। সংহতির অমরেশ দাস আট রান এবং যশজিৎ ও চিরঞ্জিত পাল তেইশ রান করে দিয়ে প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট তুলে নিয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সংহতি ১৪.৫ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ৪৫ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে সংহতি সমস্যার আঁচ করতে পারলেও অরিন্দম বর্মনের মারকুটে ব্যাট দলকে সহজে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অরিন্দম ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৪৫ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। জেসিসি-র শুভম ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ও অনিকেত শর্মা প্রত্যেককে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ সদর বি-গন্ডাছড়া, বিশালগড়-উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চার জেলার চার দল সেমিফাইনালে খেলছে আগামীকাল। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের আসর এখন অন্তিম পর্যায়ে।

ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে সদর বি খেলবে গন্ডাছড়া মহকুমা দলের বিরুদ্ধে।

একই সময়ে টিআইটি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিশালগড় ও উদয়পুর মহকুমা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

বিজয়ী দুই দল আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল দুদিনের ফাইনাল ম্যাচে ইনিংসের খেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ এ থেকে সদর বি এবং গ্রুপ ডি থেকে বিশালগড় অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। গ্রুপ সি এবং ডি থেকে যথাক্রমে গন্ডাছড়া এবং উদয়পুর চার ম্যাচের মধ্যে তিনটি করে ম্যাচে জয়ী হলেও রান রেটে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সেমিফাইনালে দক্ষতা এবং ক্রিকেট শৈলীর বিচারে কোনও দল কাউকে ছাড়তে নারাজ। ক্রিকেটপ্রেমীরা আগামীকাল পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে এবং টি আই টি মাঠে দুটো জমজমাট সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখবে বলে অনুমান।

আন্তঃ স্কুল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল সেরা, অভিনন্দন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও সুনাম অর্জন করে এগোচ্ছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। সম্প্রতি খেলাধুলায় আবার উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল এআরপিএস আগরতলা। ১৭ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত আর্মি পাবলিক স্কুল আগরতলায় একটি আন্তঃস্কুল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। যাতে আগরতলার ২২টি স্বনামধন্য স্কুল অংশ নেয়। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, আগরতলা, দ্বাদশ শ্রেণীর মাস্টার পুরভ সিংয়ের সাথে অনূর্ধ ১৭ সিঙ্গেলস বালক প্রতিযোগিতায় শিরোপা জিতেছে। অনূর্ধ ১৭ ডাবলস বয়েজ, সিঙ্গেল গার্লস এবং ডাবলস গার্লস এআরপিএস আগরতলা রানার্স আপ ট্রফি জিতেছে। এআরপিএস আগরতলা বরাবরের মতো শুধু একাডেমিক নয়, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও ফোকাস করে এগোচ্ছে। মাস্ত বিবেক চাকমা, খুসলাই রিয়াং, সুস্মিতা বসাক এবং প্রমিকা হালাম বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী হয়েছে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং বিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। এআরপিএস আগরতলা ধীরে ধীরে আগরতলার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উঠে আসছে বলে স্কুলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত জার্মানির কোচ থাকছেন নাগলসমান

বার্লিন, ২০ এপ্রিল : আগামী জুন---জুলাইয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরের মাঠে খেলবে জার্মানি। গুঞ্জন চলছিল ইউরো শেষেই জার্মানির প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন ইউলিয়ান নাগলসমান। তিনি ফিরে যাবেন তার প্রাক্তন ঠিকানা বায়ার্ন মিউনিখে। কিন্তু তা হচ্ছে না। জার্মানি জাতীয় দলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাগলসমান। এ নিয়ে জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের (ডিএফবি) সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে তার। গত বছরের সেপ্টেম্বরে হানসি ফ্লিককে সরিয়ে ডিএফবি নাগলসমানকে দায়িত্ব দিয়েছিল ২০২৪ ইউরো পর্যন্ত। তাঁর অধীনে এখন পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে জার্মানি। জিতেছে ৩টি, হেরেছে ২টি ও ড্র করেছে ১টি ম্যাচ। আর এই ৩টি জয়ের মধ্যে ২টি আবার দুই পরাশক্তি নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সের বিপক্ষে।

আইপিএল থেকে সরে এসে আমেরিকার মেজর লিগে যোগ দিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

চেন্নাই, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : আইপিএলে চলছিল খারাপ পারফরমেন্স। তাই মানসিকভাবে নিজেকে চাঙ্গা করতে আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন ম্যাক্সওয়েল।

তবে ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম নিচ্ছেন না ম্যাক্সওয়েল। আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর মেজর লিগ ক্রিকেটের দল ওয়াশিংটন ফ্রিডমে যোগ দিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আসন্ন এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ওয়াশিংটন ট্রাভিস হেড ও স্টিভ স্মিথের পর এই অলরাউন্ডারকেও দলে নিল। দলটির কোচ থাকছেন অজি কিংবদন্তি রিকি পন্টিং। আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। আর এই বিশ্বকাপের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে শুরু হবে ফ্র্যাঞ্চাইজির এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটি।

সৌদি প্রো লিগ : রোনাল্ডো ছাড়াই জয় পেল আল নাসর, সাদিও মানের জোড়া গোল

রিয়াদ, ২০ এপ্রিল :শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) রাত ৯টায় সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আল নাসর ও আল ফায়হা। ম্যাচটিতে ৩-১ গোলে জয় পেয়েছে আল নাসর। সাদিও মানের জোড়া গোলের পাশাপাশি এক গোল করেছেন আবদুল্লা আল-আমরি। আর ফায়হার হয়ে গোলটি করেন ফ্যাশন সাকালা। আল নাসরের বড় তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়াই জয় পেল তারা। আল নাসর জয় পেলেও ম্যাচের শুরুতে অর্থাৎ ৬ মিনিটে ধাক্কা খায় নাসর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

একটুকো ছোঁয়া লাগে...

বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানের দাবিতে এলাকাবাসীর পথ অবরোধে যাত্রী দুর্ভোগ

আগরতলা, ২০ এপ্রিল : বিদ্যুত পরিষেবার দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পশ্চিম বড়জলা এলাকার প্রমীলা বাহিনীরা। তীব্র দাবদাহের মধ্যে প্রায় ৪ দিন যাবৎ বিদ্যুতের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা। অবশেষে আজ সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, প্রায় ৪ দিন যাবৎ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পশ্চিম বড়জলা এলাকায় বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। এমনকি সংস্থার কর্মীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায়ও যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে আজ সকালে বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ওই এলাকায় জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ছুটে গেছে। আধিকারিক অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

রাজনগর এলাকা থেকে উদ্ধার সাত দিনের শিশু পুত্র

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: ত্রিপুরা থেকে সাত দিন বয়সী এক শিশু পুত্র উদ্ধার। চাইল্ড লাইনের তৎপরতায় তেলিয়ামুড়ার রাজনগর এলাকা থেকে ওই শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনার গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ধলাই জেলার মনু এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার রাজনগর গ্রামের এক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা সাত দিন বয়সী এক বাচ্চাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে। বিষয়টা জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে গুঞ্জন তৈরি হয়। একটা সময়ে খবর গিয়ে পৌঁছায় খোয়াই চাইল্ড লাইনে। এরপর চাইল্ড লাইনের কর্মী স্থানীয় পুলিশ কর্মীদের সাথে করে নিয়ে ওই মহিলার বাড়িতে গিয়ে শিশু পুত্রটির হদিশ পায়।এরপর যেহেতু মহিলাটি সংশ্লিষ্ট শিশু পুত্রের ব্যাপারে কোন প্রকারের কাগজপত্র দেখাতে পারেনি সেই কারণে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ শিশু টিকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে যায়।

এই বিষয়ে খোয়াই চাইল্ড লাইনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, মহিলা ওই শিশু পুত্রটিকে অনৈতিকভাবে মনুর কোন একটা জায়গা থেকে এনেছে।তবে এর পেছনে অন্য কোন বিষয় জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলেও জানানো হয়েছে।

মোদী সরকারের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হল এসসি, এসটি ও ওবিসি পরিবার : প্রধানমন্ত্রী

চিক্কাবাল্লাপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মোদী সরকারের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হল এসসি, এসটি ও ওবিসি পরিবার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আগের সরকারগুলিতে এসসি, এসটি এবং ওবিসি পরিবারগুলিকে ঝুপড়িতে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের বিদ্যুৎ এবং জলের প্রাপ্যতা ছিল না। তারা সরকার থেকে সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল। মোদীর গ্যারান্টির কারণে মোদী সরকারের প্রতি আপনাদের হারানো বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে।' শনিবার কর্ণাটকের চিক্কাবাল্লাপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কর্ণাটকে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা আমাদের অগ্রাধিকার। গত ১০ বছরে কর্ণাটকে জাতীয় সড়কের সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৪৯ হয়েছে! এছাড়াও, এই অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এনডিএ সরকার সমবায় আন্দোলনের পরিধি বাড়াচ্ছে। এছাড়াও, আমরা সারা বিশ্বের বাজারে বাজরা নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এই পদক্ষেপটি চিক্কাবাল্লাপুর এবং কোলারের কৃষকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে... এটি আমাদের কৃষকদের তাদের জন্য আয়-উৎপাদনের সুযোগ বাড়িয়ে ক্ষমতায়ন করবে।' মোদী বলেছেন, 'প্রথম পর্যায়ের ভোটে উৎসাহ বেড়েছে দেশে এবং আমি এখানেও এই উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে এনডিএ ও বিকশিত ভারত-এর পক্ষে।

নতুন ভোটারদের নিয়ে এক মতবিনিময়ে সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ২০ এপ্রিল : উত্তর জেলা কার্যালয়ে ভারতীয় যুব মোর্চার পক্ষ থেকে নতুন ভোটারদের নিয়ে এক মতবিনিময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।ধর্মনগরের উত্তর জেলা বিজেপি দলের কার্যালয়ে শনিবার নতুন ভোটারদের নিয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেব, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা, যুব মোর্চার রাজ্য মুখপাত্র অম্লান মুখার্জি এবং উত্তর জেলার যুব মোর্চার বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা।এ সভায় ধর্মনগর যুবরাজ নগর এবং পানিসাগর থেকে মোট ৩৮০ জন নতুন ভোটার ওই আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, রাজ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটকে সামনে রেখে এই মতবিনিময় অনুষ্ঠান। নতুন ভোটাররা পুনরায় মোদিকে অর্থাৎ তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদিকে দেখার জন্য প্রচন্ড উৎসাহী এবং তারা মুক্ত হাতে মোদির দলকে ভোট দিয়ে মোদিকে পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায়।

কারণ, মোদি ছাড়া এই দেশের এবং রাজ্যের বিশেষ করে যুবকদের অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে এর থেকে ভালো কেউ ভারতবর্ষে হতে পারে না।

ভোটে জিতলে বাতিল হবে অগ্নিপথ প্রকল্প ঃ রাহুল

ভাগলপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

শনিবার রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, ভোটে জিতলেই বাতিল হবে অগ্নিপথ প্রকল্প, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতনও দ্বিগুণ করা হবে। রাহুল এদিন বিহারের ভাগলপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অগ্নিবীর প্রকল্প বাতিল করব।

ভারতে দুই ধরনের শহীদের দরকার নেই। প্রত্যেকের পেনশন পাওয়া উচিত, আমরা জিএসটি পরিবর্তন করব। একটাই ট্যাক্স থাকবে, ন্যূনতম ট্যাক্স। আমরা আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ করব।'

রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, 'বিজেপির লোকজন বলছে, তাঁরা এতগুলি অথবা অনেকগুলি আসন পাবে, আমাকে এটি পরিষ্কার করতে দিন, তাঁরা (বিজেপি) ১৫০-এর বেশি আসন পাবে না। এমনকি ১৫০-এর বেশি একটি আসনও নয়।'

গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা পুলিশের জালে চার যুবক

আগরতলা, ২০ এপ্রিল : ভয় ভীতি প্রদর্শন করে চার যুবকের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার এক নাবালিকা ।এরই মধ্যে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।পরবর্তী সময়ে পরিবারের পক্ষ থেকে মুঙ্গিয়াকামী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ যথেষ্ট তৎপরতার সাথেই চার অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে জালে তুলেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী এলাকার জনৈক ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে দীর্ঘ সময় ধরে চার যুবক ধর্ষণ করেছে অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি হলে ফল খারাপ হবে , এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষিতা নাবালিকা কন্যা প্রথম অবস্থায় কাউকে বিষয়টি না জানালেও পরবর্তীতে বিষয়টি নজরে আসে পরিবারের। পরিবারের লোকজনেরা বিষয়টা জানতে পেরে মেয়েকে চাপ দিলেই সে একে একে স্ব-বিস্তারে ঘটনা তুলে ধরে। এরপর ধর্ষিতা মেয়েটির পরিবারের তরফ থেকে মুঙ্গিয়াকামী থানায় সুনির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ হাতে পেয়েই পুলিশ যথেষ্ট তৎপরতার সাথেই চার অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে জালে তুলেছে। আটক চার অভিযুক্তরা হল জ্যোতিষ ত্রিপুরা(১৮), তালেন্দ্র ত্রিপুরা(২০), তরুণ কুমার ত্রিপুরা (১৯), এছাড়া রয়েছে এক নাবালক ।গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

এইচ পি পেট্রোল পাম্পে ভোক্তাদের ঠকানোর অভিযোগ

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: এইচ পি পেট্রোল পাম্পে ভোক্তাদের ঠকানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন যানবাহনের চালকরা। ঘটনা ঊনকোটি জেলার কৈলা শহরে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, গতকাল এক যুবক সেই পেট্রোল পাম্পে বোতল নিয়ে এসেছিল পেট্রোল নিতে। সেই বোতলটি ছিল ৪০০এম এল এর। কিন্তু সেই পেট্রোল পাম্পের মিটারের মধ্যে ৬৬০ এম এল পেট্রোল দেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়েছিল। ওই যুবকটি সেটা ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় ।যদিও বোতল দিয়ে পেট্রোল নেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ওই যুবক সেদিন বিপাকে পড়ার কারণেই বোতল দিয়ে তাকে পেট্রোল নিতে হয়।

তাদের অভিযোগ, সেই বোতলটি যদি ৪০০ এম এল এর হয় তাহলে সেই বোতলটির মধ্যে ৬৬০ এম এল ঢুকলো কিভাবে। পাশাপাশি উনাদের আরও অভিযোগ যে রাত্রিবেলা সেই পেট্রোল পাম্প থেকে যানবাহন চালকদের পেট্রোল দেওয়া হয় না ।তাই তাদের দাবি, যাতে রাত্রিবেলাও সেই পেট্রোল পাম্পে পরিষেবা দেওয়া হয় ।কেননা অনেক মুমূর্ষ রোগী কিংবা জরুরী কাজে রাত্রিবেলা যেতে হয় অনেক যানবাহনদের। এব্যাপারে কৈলাশহর পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাত্রিবেলা পেট্রোল পাম্পে যানবাহনদের পেট্রোল দেওয়ার জন্য তিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা করবেন। পাশাপাশি ৪০০ এম এল এর বোতলে কিভাবে ৬৬০এমএল পেট্রোল ঢুকলো সেই বিষয়ে উনাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সেটা মিথ্যা সেটা কখনোই সম্ভব নয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা কৈলাশহরে চালকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

স্কুল ছাত্র খুনে জড়িতদের কড়া শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: স্কুল ছাত্র খুনে জড়িতদের কড়া শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের ।সাগরজিৎ দাস হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শুভম সূত্রধর সহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা না হলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন এলাকার লোকজন বলে দাবি।

প্রসঙ্গত, সাগর জিৎ দাস তারই এক সহপাঠীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। এই খবর জানতে পেরে ছাত্রীর ভাই সুরজিৎ দেবনাথ, পিতা গোপাল দেবনাথ সাগরজিৎ কে বেধড়ক মারধর করেছে। এতে সাগর জিৎ এর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মঙ্গলবার বিকেলে মৃত্যু হয় তার। ঘটনায় ওই ছাত্রীর ভাই এর বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন মৃত ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবাদে জিরানিয়া থানায় বিক্ষোভে শামিল হল জিরানিয়া অফিস টিলার মানুষজন। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা এলাকাবাসীর।

গরম আরও বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে, দাবদাহে নাজেহাল তিলোত্তমাও

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): গরম আরও বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি রয়েছে বিভিন্ন জেলায়। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রামে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।

মাত্রাতিরিক্ত গরম ও দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা মহানগরী তিলোত্তমাতেও। শুক্রবারই কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে ৪০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়, আর শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আপাতত গরমের এই দহনজ্বালা থেকে মুক্তি মিলবে না বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বাসন্তীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর

বাসন্তী, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : পুকুর পাড়ে খেলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর হেঁতালখালি গ্রামে। শ্রুতি সর্দার(৪) ও তাঁর বোন দিশানী সর্দার(৩) এদিন দুপুরে গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে খেলা করছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করে। পুকুর পাড়ে দুই বোনের জুতো দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। পুকুরে নেমে খুঁজতেই দুটি শিশুর দেহ মেলে। তড়িঘড়ি তাদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শিশুদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জেলের মধ্যে তুমুল ঝামেলায় চলল গুলি, পঞ্জাবের সাঙ্গরুরে দুই কয়েদির মৃত্যু

সাঙ্গরুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): জেলের মধ্যে তুমুল ঝামেলার জেরে চলল গুলি! এর ফলে মৃত্যু হয়েছে দু''জন কয়েদির এবং জখম হয়েছেন আরও দু''জন। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের সাঙ্গরুর জেলে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে। জেলের আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে জেলের মধ্যে আচমকা ঝামেলা লেগে যায় কয়েদিদের মধ্যে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে গুলি চালানোর মতো ঘটানো ঘটে জেলের মধ্যে।

এর ফলে দু-জনের মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি আর দু-জন কয়েদি গুরুতর জখমও হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাটিয়ালায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের এক চিকিৎসক ডাঃ করণদীপ কাহেল বলেন, 'মোট চারজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের মধ্যে দু-জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আর বাকি দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

মানুষের জনসমর্থন প্রমাণ করে দিয়েছে পাথারকান্দি থেকে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ভোট লিড নিবে বিজেপি : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : মানুষের জনসমর্থন প্রমাণ করে দিয়েছে পাথারকান্দি থেকে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ভোট লিড নেবে বিজেপি করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ইচাবিলে অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে দাবি করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তবে নগাঁও-এর সঙ্গে করিমগঞ্জেও যে বিজেপির জন্য কঠিন লড়াই রয়েছে, ভোটের আগে নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৬৫ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনে বিজেপি যে টেনশনে রয়েছে তা বোঝা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়।

প্রায় ২০ হাজার বিজেপি কার্যকর্তা ও সমর্থকের উপস্থিতিতে ড় শর্মা বলেন, করিমগঞ্জে এআইইউডিএফ-এর পারুল ফেল, কংগ্রেসের এইচআর চৌধুরীও ফেল। বিপুল ভোটে জয়ী হচ্ছেন কৃপানাথ মালাহ। উদাহরণ দিয়ে বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে আগামী ৫০ বছর বিজেপি শাসন করে যাবে। কংগ্রেস বা। এআইইউডিএফকে ভোট দেওয়া মানে নষ্ঠ করা। প্রতি পরিবারকে ৫ কেজি রেশন, বাজার থেকে ৩০০ টাকা কম দামে গ্যাসের সিলিন্ডার প্রদান, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের সঙ্গে ৫ লাখ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। তাই সবার দরকার মোদী সরকারকে সমর্থন করা।

ড় শর্মা বলেন, দেশের তৃতীয় বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। আর মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে কৃপানাথকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে ।বিরোধীদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস এআইইউডিএফ দলের কোনও কাজ নেই অসমে। পুরানো নোটের মতো অচল দুই দল। দিল্লি বা অসমে কোনও দিন কংগ্রেস এআইইডিএফ সরকার গঠন করবে না, তাই তাদের ভোটের দরকার নেই। হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অসমে বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ১ লাখ বিনামূল্যে চাকরি, আর ৩ বছরে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে অসম সরকার। ভোটের পর আবার নতুন করে ৫০ হাজার চাকরি দেবে রাজ্য। জুলাই মাসে পুলিশের বিভিন্ন পদে ইন্টারভিউ, সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে থার্ড ফোর্থ গ্রেডের ইন্টারভিউ। প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লাভ করতে হলে এখন থেকে সুবিধাভোগীরা নিজে নিজেদের জিও ট্যাগিং করবেন, প্রয়োজন পড়বে না পঞ্চায়েত কর্মীর। তাছাড়া পাথারকান্দির ঘরে ঘরে মহিলাদের প্রদান করা হবে অরুণোদয় প্রকল্প, বাদ যাবে না হিন্দু-মুসলিম-মণিপুরি-চা বাগানের কোনও পরিবার।

হিমন্তবিশ্ব বলেন, দেশে মোদীর গ্যারান্টি আর অসমে মামার ওয়ারেন্টি। মাধ্যমিক-উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তি ফ্রি করে দিয়েছে অসম সরকার, তাছাড়া ছাত্রীদের কলেজে ভর্তি ছাড়া ১০ হাজার টাকা দেবে মামার সরকার। পাশাপাশি বলেন, মহাসড়কের নির্মাণকাজ ২৬-এর আগে শেষ হচ্ছে। ৬ ঘণ্টায় পৌঁছা যাবে গুয়াহাটি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হচ্ছে পাথারকান্দিতে। তাছাড়া, বরাকে চালু হচ্ছে মিনি সচিবালয়-এর কাজ। ২৬-এর আগে পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে নির্মাণ। তাই বরাকের মানুষের গুয়াহাটি যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন হবে না। এছাড়া বলেন, ভৈরবী থেকে চলাচল করবে দূরপাল্লার ট্রেন। সব শেষে বিজয় সংকল্প সমাবেশে পাথারকান্দির বিধায়ককে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠলে রসিকতা করে ঘুষের দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ঘুষের দাবি কোনও নগদ অর্থ নয়, এক লক্ষের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে খুশির খবর থাকবে বলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজয় সংকল্প সমাবেশের ভাষণ দিয়েছেন করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহ, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার সহ জেলাস্তরের অনেক নেতৃত্ব।

পূর্ব আসনে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী কৃতি সিং এর নির্বাচনী সভায় যোগদান দিতে শনিবার ট্রেনে চেপে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা ও পশ্চিম আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।